প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৫ ❖ ২৭ জুলাই - ২ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত

হতাহত কোমলমতি শিক্ষার্থী, দরদী শিক্ষক ও অভিভাবক

মেহরীন চৌধুরি

তৌকির ইসলাম সাগর

স্তম্ভিত, শোকাহত আপামর জনগণ ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ, অতপর...

স্মৃতিতে চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল-সতত ও নিরন্তর

প্রয়াত কল্পনা ক্যাথরিণা ডি. কস্তা
জন্ম: ১ জানুয়ারি, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

স্মরণীয় দিন ফিরে এলো ৩১ জুলাই, সময় বলে তোমার চলে যাবার তৃতীয় বছর! কিন্তু তুমি সীমাহীন আকাশে অন্তহীন ও অনন্ত তারা হয়ে আছো, চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল-সতত ও নিরন্তর জেগে আছো তুমি আমাদের হৃদমাঝারে। সবার মনের মণিকোঠায় সযতনে রাখা চিরজীবী, অক্ষয় ও অমর স্মৃতি এবং আদর্শের স্মৃতিসৌধ তুমি। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা- তোমার অশেষ আশীর্বাদে আমাদের নিত্য ঘিরে রাখো, চালিত কর ও রক্ষা করো। সুন্দর ও সুরভিত, উদ্ভাসিত ও আলোকিত করো তোমার স্বর্গীয় সুবাস ও প্রভায়। আমরা তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয় উজাড় করা বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আশীর্বাদ করো যেন, তোমার রেখে যাওয়া বাণীতেই আমরা পথ চলতে পারি।

চিরশান্তিতে থাকো তুমি।

তোমার স্নেহ ও আশিষধন্য– পরিবার

স্বামী : আন্তনী ডি, কস্তা
পুত্র : কেনেট যোসেফ ডি. কস্তা, সনেট রিচার্ড ডি, কস্তা
পুত্রবধূ : স্বর্নালী কস্তা, ইমি পালমা
নাতি-নাতনী : স্বপ্ন ডি, কস্তা, ক্যাথি ক্যাথরিণ ডি, কস্তা

বিজ্ঞ/১৫১/২৫

মমতাময়ী মায়ের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্যাথরিনা এস, গোমেজ
জন্ম: ১ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৯ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম"

মা-গো, দিন গেল, মাস গেল, বছর হল। কেমন করে যে দিনগুলি চলে গেল মা ভাবতে অবাক লাগে। এইতো তোমার সাথে কথা হল কত কিছু নিয়ে। মা, তুমি চেয়েছিলে যেন তোমার একটি ভাল মৃত্যু হয়। পরম পিতা তাই শুনেছেন। সবার কাছে এই কথা, 'এমন ভাল মরণ কারও হয় না।'

কিন্তু মা, আমাদের মনতো বিশ্বাস করতে চায় না। এ সংসারে সবাই আছে শুধু তুমি নেই মা। বাবা মারা যাবার পরে এতটা বছর তোমাকে পেয়েছিলাম। এবার দু'জনেই আমাদের এতিম করে চলে গেলে।

বিশ্বাস করি তুমি আজ স্বর্গের অনন্ত সুখে রয়েছ। ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ নিয়ে দাও, যেন তোমার আদর্শগুলো আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে পারি বাকি দিনগুলো। আজ তোমার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে তোমাকে জানাই, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। বিশ্বাস করি পরম পিতার কোলে আছ তুমি আর তাকিয়ে আছ আমাদের দিকে, তোমার সন্তানদের দিকে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে তোমার স্নেহের ছেলে মেয়েরা।
(মারীয়া গোমেজ, ঢাকা)

বিজ্ঞ/১৫২/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ২৫
২৭ জুলাই - ০২ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১২ শ্রাবণ - ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

দুর্ঘটনার দায় এড়ানো নয়, সচেতনতা ও কার্যকর উদ্যোগই উত্তরণের পথ

বাংলাদেশে গত কয়েকদিনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল এণ্ড কলেজে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী প্রাণ হারানোর যে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে, তা শুধু পিতামাতা ও অভিভাবকদের নয়, গোটা জাতির হৃদয়ে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। এই দুর্ঘটনা যেন আর কখনো না ঘটে, এমন প্রত্যাশা আজ সকলের। তরুণ প্রাণের এমন অকাল মৃত্যু আমাদেরকে বাধ্য করে ভাবতে, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং ভবিষ্যতের জন্য কী করছি!

এই দুর্ঘটনা কেবল একটি প্রশিক্ষণ বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটির ফল নয়; বরং এটি আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা, দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং কার্যকর নজরদারির অভাবের প্রতিচ্ছবি। এ ঘটনা শুধু এক পরিবারের নয়, একটি প্রজন্মের স্বপ্নভঙ্গের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুর্ঘটনা অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানসিকতায় যে ভয়ানক আঘাত হেনেছে, তা সহজে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থীদের মাঝে এখন ক্ষুব্ধতা, আতঙ্ক ও হতাশা - সবকিছু একসাথে কাজ করছে। একদিকে প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু, অন্যদিকে নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তাদের আবেগকে আরও প্রগাঢ় করে তুলেছে। অনেকেই প্রতিবাদ করছে, প্রশ্ন তুলছে - কেন এমন হলো? এর দায় কার? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেলে তারা আরও বিচ্ছিন্ন ও অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তাই এখন আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো, এই মানসিক অবস্থার উত্তরণে সকলে মিলে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের উচিত এই সময়ে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের আবেগকে সম্মান জানানো, কিন্তু উত্তেজনা বা ভয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দেওয়া। একইসাথে প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পরিস্থিতি খোলাসা করা, ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জানানো।

এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের কয়েকটি মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমত, প্রশিক্ষণ বা শিক্ষামূলক কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিমান বা যেকোনো যান্ত্রিক যানের নিরবচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ, লাইসেন্স যাচাই ও দক্ষ জনবল নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সাধারণ নাগরিকদের ভূমিকা এখানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনার সময় অপ্রয়োজনীয় ছবি, ভিডিও ছড়িয়ে না দিয়ে তথ্য যাচাই ও সহানুভূতির জায়গা থেকে কাজ করা উচিত। শিক্ষার্থীদের মানসিক পুনর্বাসনে প্রয়োজন স্কুল ভিত্তিক কাউন্সেলিং, বন্ধু সহায়তা দল এবং পিতামাতার অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সেশন।

এই শোকের সময়ে আমাদের উচিত সবাই একসাথে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো। অথচ আমরা দেখছি ভিন্ন চিত্র। অনেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাহায্যের পরিবর্তে ব্যস্ত হয়েছেন ভিডিও করতে, ছবি তুলতে। এই অমানবিক প্রবণতা একদিকে যেমন শোকাহত পরিবারকে আরও কষ্ট দিচ্ছে, অন্যদিকে আমাদের সামাজিক বিবেকের দুরবস্থারও পরিচায়ক। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই দুর্ঘটনাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন - যা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং নিন্দনীয়।

সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যেন এই ঘটনার শিক্ষা গ্রহণ করি। যেন পরবর্তীতে কোনো কোমলপ্রাণ অনিরাপদ ব্যবস্থার বলি না হয়। সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক ও সমাজ - সকলের সম্মিলিত সচেতনতা, আন্তরিকতা ও কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমেই এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

আসুন, আর কোনো শিশু/কিশোরের স্বপ্ন যেন ধ্বংস না হয়, আর কোনো পরিবার যেন এভাবে ভেঙে না পড়ে-সেই লক্ষ্যেই আমরা একসাথে এগিয়ে যাই। দায়িত্বহীনতা নয়, এখন সময় দায়িত্ববান, মানবিক সমাজ গড়ার। †

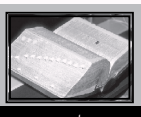

'তোমরা মন্দ হয়েও যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তখন যারা তাঁর কাছে যাচ্ঞা করে, স্বর্গস্থ পিতা পবিত্র আত্মাকে দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত।' (লুক ১১:১৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

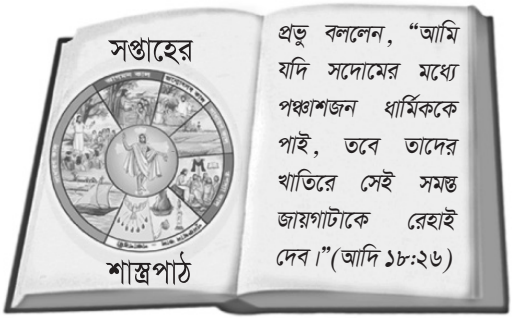

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৭ জুলাই - ০২ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৭ জুলাই, রবিবার
সাধারণকালের ১৭শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
আদি ১৮: ২০-৩২, সাম ১৩৮: ১-৩, ৬-৮, কল ২: ১২-১৪, লুক ১১: ১-১৩ ***(বিশ্ব দাদু-দাদী ও প্রবীণ দিবস)***

২৮ জুলাই, সোমবার
সাধারণকালের ১৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
যাত্রা ৩২: ১৫-২৪, ৩০-৩৪, সাম ১০৬: ১৯-২০, ২১-২২, ২৩, মথি ১৩: ৩১-৩৫

২৯ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধ্বী মার্থা, সাধ্বী মারীয়া ও সাধু লাজার, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান: ১ যো ৪: ৭-১৬ (বিকল্প হিব্রু ১৩: ১-৩, ১৪-১৬), সাম ৩৪: ১-১০, যোহন ১১: ১৯-২৭ (বিকল্প লুক ১০: ৩৮-৪২)

৩০ জুলাই, বুধবার
সাধারণকালের ১৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু পিতর খ্রীসোলগ, বিশপ ও আচার্য
যাত্রা ৩৪: ২৯-৩৫, সাম ৯৯: ৫-৭, ৯, মথি ১৩: ৪৪-৪৬

৩১ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
লয়োলার সাধু ইগ্নাশিউস, যাজক, *স্মরণ দিবস*
যাত্রা ৪০: ১৬-২১, ৩৪-৩৮, সাম ৮৪: ২-৫, ৭, ১০, মথি ১৩: ৪৭-৫৩

০১ আগস্ট, শুক্রবার
সাধারণকালের ১৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
সাধু আলফন্স লিগোরি, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*
লেবীয় ২৩: ১, ৪-১১, ১৫-১৬, ২৭, ৩৪-৩৭, সাম ৮১: ২-৫, ৯-১০, মথি ১৩: ৫৪-৫৮

০২ আগস্ট, শনিবার
সাধারণকালের ১৭শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
সাধু ইউসেবিয়ুস, বিশপ / **সাধু পিতর জুলিয়ান আইমার্ড**, যাজক, **ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ**
লেবীয় ২৫: ১-২, ৮-১৭, সাম ৬৭: ১-২, ৪, ৬-৭, মথি ১৪: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৭ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৫৬ সি. মেরী বার্টিল, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সি. ডেজমন্ড ও'হারা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সি. যোসেফ মেরী, সিএসসি (ঢাকা)

২৮ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৭৬ সি. ইগ্নাৎসিয়া, ওএসএল (খুলনা)

২৯ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৭০ সি. মেরী টেরেন্স, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ ফা. আঞ্জেলো কান্তন, পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৯ ব্রা. জ্যাক শীসার, তেইজে (ঢাকা)

৩০ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৭৯ ফা. কামিল মিশো, সিএসসি
+ ২০১৩ ব্রা. আলরেরিক রবার্ট হউল, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী ম্যাগডেলিন, পিসিপিএ

০১ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৩৫ বিশপ পিটার জে, হার্থ, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ ব্রা. ভিত্তোরিও দে জিউসটি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ফা. ফ্রান্সিস ব্রাদানিনি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৭ ফা. এলরেড গমেজ, এসজে (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফা. পরিমল আই. রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. মেরী প্রকাশ, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২১ সি. মেরী যশোময়ী, এসএমআরএ (ঢাকা)

০২ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৯৯ ফা. পল সেন্ট অঞ্জে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী
THE CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF BANGLADESH (CBCB)

শোক বার্তা

মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর শোক, সমবেদনা ও প্রার্থনা

২১ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার ঢাকার দিয়াবাড়ীতে অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, পাইলটসহ অনেকে নিহত এবং গুরুতর আহত হওয়ার হৃদয় বিদারক ঘটনায় সারা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাথলিক মণ্ডলীর সকল সদস্য অত্যন্ত শোকাহত ও ব্যথিত।

শিশু ও অন্যান্যদের অকাল, অনাকাঙ্খিত ও অকল্পনীয় মৃত্যুতে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনদের পক্ষে মেনে নেয়া একান্তই অসম্ভব। এই মহাশোকে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী নিহতদের পরিববার-পরিজন সকলের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছে; আহতদের সকলের সুচিকিৎসা ও সুস্থ জীবনে প্রত্যাবর্তন কামনা করছে; সরকার, প্রশাসন ও সহৃদয় সকলের প্রতি একান্ত আহ্বান, আহতদের সেবাশুশ্রুষা এবং নিহত ও আহতদের পরিবার-পরিজনদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর।

কাথলিক মণ্ডলীর সকল গির্জা, প্রতিষ্ঠান ও সদস্য-সদস্যাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন নিহত ও আহতদের এবং তাদের পরিবারের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা ও শোক পালন করা হয়।

সর্বোপরি, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী প্রার্থনা ও প্রত্যাশা করছে যেন ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা না ঘটে এবং সেজন্য যেন সকল প্রকার সাবধানতা, সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষে,

+পনেনকুবিপিডিপি

বিশপ পনেন পল কুবি, সিএসসি
সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

APOSTOLIC NUNCIATURE
IN BANGLADESH

Dhaka, 22nd July 2025

To His Excellency
Dr. Muhammad Yunus
Chief Adviser
Government of the People's Republic of Bangladesh

Your Excellency,

On behalf of the Holy See and in my personal capacity, I wish to express my profound sorrow upon learning of the tragic plane crash that occurred yesterday, 21st July 2025, resulting in the loss of precious lives, the majority of whom were children, and injury to others.

In communion with the People of Bangladesh in these moments of national mourning, I convey to Your Excellency, and through You to the bereaved families and to the entire Nation, heartfelt condolences and the assurance of my prayers and spiritual closeness.

May the Almighty grant eternal rest to the departed, especially the young lives so suddenly taken, healing to the injured, and strength and consolation to all who are affected by this painful tragedy.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency my sentiments of highest consideration.

HOLY SEE · VATICAN EMBASSY · BANGLADESH

+ Kevin B. Randall
Archbishop Kevin RANDALL
Apostolic Nuncio
(Ambassador of the Holy See - Vatican)

U.N. Road 2, Baridhara, Dhaka 1212.
Tel: (+88-02) 9842018; 9842143; Fax (+88-02) 8834740
E-mail: na.bangladesh@diplomat.va ; nuntius@dhaka.net

ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরু

সাধারণকালের ১৭তম রবিবার

১ম পাঠঃ আদি ১৮: ২০-৩২
২য় পাঠঃ কল ২: ১২-১৪
মঙ্গলসমাচারঃ লুক ১১: ১-১৩

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা, আজকের শাস্ত্রপাঠগুলো আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের সকল পরিস্থিতিতে সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আলোকপাত করছে। আমরা সবাই আমাদের সুদিনে, দুর্দিনে, সুসময়ে, দুঃসময়ে প্রার্থনা করে থাকি। যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন আমাদের মনের মধ্যে এই আশা জেগে থাকে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করবেন। আর আজকের শাস্ত্রপাঠগুলো আমাদের সামনে এই সাক্ষ্য তুলে ধরছে যে, প্রার্থনা হল স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের হৃদয় উন্মুক্ত করার ও তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করার চাবিকাঠি। যিশুখ্রিস্ট স্বয়ং আমাদের সামনে এই চাবিকাঠি তুলে দিয়েছেন আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়ে এবং অবিরাম প্রার্থনা করতে উৎসাহ প্রদানের মধ্য দিয়ে। সত্যিকার অর্থে প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে আমাদের গভীর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। এই সম্পর্কে দেওয়া-নেওয়া প্রধান ভূমিকা নেয় না বরং গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আস্থা স্থাপন, তাঁর সাথে সর্বদা সংযুক্ত থেকে প্রভু যিশুর ভালবাসার আশ্রয়ে থাকা।

আজকের ১ম শাস্ত্রপাঠে আমরা বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের অভিনব প্রার্থনার কথা শুনতে পেয়েছি। আব্রাহাম অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করে ভয় ছাড়াই ঈশ্বরের কাছে এসে সাহসের সঙ্গে দর কষছেন। তিনি নিজের জন্য নয় বরং সদোম ও গমোরার মানুষের জন্য মধ্যস্থতা করেছেন। আব্রাহাম তো জানতেন ঈশ্বরের সাথে তিনি পাল্লা দিতে পারবেন না তবুও তিনি ঈশ্বরের কাছে অন্যের হয়ে প্রার্থনা জানাতে দ্বিধা করেন নি। ১ম পাঠে আব্রাহাম আমাদের এই শিক্ষা প্রদান করেন যে, আমাদের প্রার্থনায় অন্যদের জন্য মধ্যস্থতা করতে হবে। আমরা যদি শুধু নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি তাহলে তা হবে স্বার্থপর প্রার্থনা। আমাদের তাই প্রার্থনায় অন্যদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ যাচ্না করা, তাদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করতে হবে। এরকম প্রার্থনার শক্তিকে আমাদের অবমূল্যায়ন করা উচিৎ নয়। আমাদের প্রার্থনার মধ্যস্থতায় ঈশ্বর অন্যদের রক্ষা করতে পারেন, অসুস্থদের সুস্থ করে তুলতে পারেন, অন্যের কল্যাণ সাধন করতে পারেন।

আজকের ২য় শাস্ত্রপাঠে সাধু পল খ্রিস্টে আমাদের মুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। খ্রিস্টই প্রভু, খ্রিস্টই আমাদের মুক্তিদাতা। আমাদের কাছে পরম পিতার সবচেয়ে বড় উপহার হলেন তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুখ্রিস্ট। ক্রুশে তাঁর যন্ত্রণাময় মৃত্যু আমাদের সকল পাপের কালিমা মুছে দিয়ে পাপ ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে আমাদের পরিশুদ্ধ করেছে। সাধু পল আমাদের মনে করিয়ে দেন যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই বিশ্বাসের কারণেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছিল যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাই এই একই বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমাদের ক্রমাগত প্রার্থনায় আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে।

আজকের মঙ্গলসমাচার প্রার্থনা করার জন্য একটি স্পষ্ট আহ্বান। আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি যে, যিশুর শিষ্যরা তাঁকে অনুরোধ করেছেন: "প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।" আর যিশুও শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন। আজ যিশু আমাদের শিখিয়েছেন যে, প্রার্থনা আমাদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো প্রার্থনায় অধ্যবসায়ী, ধৈর্যশীল ও বিনম্র হওয়া। আমাদের জীবনে প্রার্থনার শক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আমাদের হৃদয় গভীরে প্রার্থনার শক্তির প্রতি উদ্দীপ্ত হতে হবে। আজকের সুসমাচারের শিষ্যদের মত আমাদেরও বিনীতভাবে যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে: "প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।"

আজকের মঙ্গলসমাচারের প্রথমাংশ আমাদের সামনে এক আদর্শ প্রার্থনা তুলে ধরে। সাধু লুকের মঙ্গলসমাচারে উল্লেখিত 'প্রভুর প্রার্থনা'য় আমরা ৫টি আবেদন লক্ষ্য করি। এর মাধ্যমে কী মনোভাব নিয়ে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে আমরা গভীর আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আমাদের সমস্ত প্রার্থনা, অনুনয়, আবেদন তুলে ধরি। মঙ্গলসমাচার পাঠের দ্বিতীয়াংশে যিশু তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার কথা বুঝিয়ে দেন। ঈশ্বরের কাছে যে আমাদের অবিরাম প্রার্থনা করতে হবে সে বিষয়টি প্রভু যিশু আজকের পাঠে আমাদের শিক্ষা দান করেন।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আজকের পাঠগুলোর আলোকে আমরা আমাদের জীবন বাস্তবতায় ও আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের পথ চলায় কয়েকটি শিক্ষা নিতে পারি। প্রথমত, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে আমরা অনেক সময়ই প্রার্থনা না করতে বিভিন্ন অজুহাত দেখাই, ব্যস্ততার কথা বলে, কাজের কথা বলে, সময় নেই বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আজকের পাঠগুলো আমাদের আহ্বান করে যেন আমরা প্রার্থনায় কখনো অজুহাত না দিই, যেন আমরা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আমাদের জীবনে উপলব্ধি করে অবিরাম প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলি। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রার্থনা যেন সর্বদা আত্মকেন্দ্রিক প্রার্থনা না হয় যে প্রার্থনায় আমরা শুধুমাত্র স্বার্থপরের ন্যায় নিজের চাহিদার ফর্দ পিতা ঈশ্বরের নিকট তুলে ধরব এবং নিজের কল্যাণে প্রার্থনা করব। বরং আব্রাহামের ন্যায় আমাদের প্রার্থনা যেন হয় অন্যদের জন্য; অন্যের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায়। তৃতীয়ত, প্রভুর প্রার্থনায় আমাদের মুক্তিদাতা যিশু ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকার ভাষা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। তাই আমাদের যা প্রয়োজন সর্বদা সন্তানসুলভ মনোভাব নিয়ে, সন্তানসুলভ ভক্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাস নিয়ে সেই প্রার্থনা যেন আমরা বিনীতভাবে পিতার নিকট তুলে ধরি। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ দান করুন যেন আমরা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুন্দর প্রার্থনার জীবন গড়ে তুলতে পারি এবং প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তুলতে পারি।

ভুল সংশোধন

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গত ২৩ সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনটিতে জন্ম সন উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। যা প্রকৃতপক্ষে হবে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

সম্পাদক-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

মানব সেবায় যিশুর শিক্ষা

সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর

মানব দরদী খ্রিস্ট পাপী মানুষকে ভালোবেসে মর্তে এসে পাপী মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করলেন। ঈশ্বরীয় এ পরিকল্পনায় রয়েছে সীমাহীন প্রেম ও আত্মত্যাগ। ঈশ্বরের এ অসীম প্রেমের একটিই মাত্র লক্ষ্য যেন সমস্ত পাপী মানুষ পাপ থেকে পরিত্রাণের সুযোগ পায় এবং ঈশ্বরের সাথে মহা মিলনের সুযোগ লাভ করে।

ঈশ্বরের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদের করণীয় হল প্রথমতঃ তাঁর প্রতি ভক্তি-বাধ্যতা ও দ্বিতীয়টি হল ভাই মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সেবার মধ্য দিয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করা। এজন্য জাগতিক প্রলোভন, মোহ ও ভোগ বিলাস ত্যাগ করে ত্যাগের পথে মনোযোগী হওয়া জরুরী। কারণ ত্যাগের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। নিজের আনন্দ উপলব্ধির চেয়ে দীন দরিদ্রের সেবা, দুঃখী মানুষের পাশে গিয়ে সান্ত্বনার বাণী শোনান, লোকের কাছে বস্ত্র পৌঁছে দেওয়া কিংবা হাসপাতালে রোগীর খোঁজ নেওয়া এগুলোতে কি খ্রিস্ট অধিক খুশী হবেন না ?

প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন- "মানবপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসঙ্গে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন মেষ আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা করবেন। তিনি নিজের ডান দিকে মেষদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন।" এর পরে রাজা তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, "তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, এসো। জগতের আরম্ভে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।"

তখন সেই ঈশ্বরভক্ত লোকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, 'প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম। কখনই বা আপনাকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? আর কখনই বা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম? এর উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।"

পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, "ওহে অভিশপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাও নি; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাও নি; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাও নি; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাও নি; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাও নি।"

তখন তাঁরা তাঁকে বলবে, "প্রভু, কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিংবা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করি নি?" উত্তরে তিনি তাদের বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন একজনের জন্য তা কর নি তখন তা আমার জন্যই কর নি।" *(মথি ২৫: ৩১-৪৫ পদ)*

অন্যের সেবায় যিশুখ্রিস্টের উপরোক্ত শিক্ষাকে যে কাজে লাগাতে পারে, সে হয়ে উঠতে পারে গুণ বিশিষ্ট লবণের মত। যিশু নিজেই বলেছেন- "তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তবে কেমন করে তা আবার নোনতা করা যাবে? সেই লবণ আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও লোকের পায়ে মাড়াবার উপযুক্ত হয়" *(মথি ৫: ১৩ পদ)*। কত শক্ত ও মারাত্মক কথা!

আমরা সচরাচর লবণের কাজ ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানি যে তা খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করে। তাছাড়া লবণ এমন একটি উপকারী উপাদান যা প্রাণী মাত্র পচন রোধে সহায়তা করে। এমন কি হাসপাতালে রোগ শয্যায় মৃতপ্রায় রোগীর দেহকে সচল রাখতে ও পানি শূন্যতা দূরীকরণে লবণের (স্যালাইন) প্রয়োজন হয়। আসল কথা হল লবণ নিজের অস্তিত্বকে নিঃশেষিত করে অন্যের মাঝে বিলীন হলেও তার বৈশিষ্ট্য বা গুণ বজায় রাখে। এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদানের সাথে যিশু তাঁর অনুসারীদের তুলনা করেছেন। বাস্তবিক আমরা কি অন্যের উপকারে সত্যি লবণের মত গুণবিশিষ্ট হতে পারি ? এ প্রশ্ন রইলো সবার কাছে।

তাঁর অনুসারীদের তিনি আরো বলেছেন- "তোমরা জগতের আলো। পাহাড়ের ওপর শহর কোন মানুষের চোখের আড়ালে তো লুকানো থাকতে পারেনা। কেউ বাতি জ্বেলে ঝুড়ির নীচে রাখে না কিন্তু বাতিদানের উপরেই রাখে। এতে ঘরের সমস্ত লোকই আলো পায়।" *(মথি ৫: ১৪-১৫ পদ)*

আলোর কাজ অন্ধকারকে দূরীভূত করা ও অদৃশ্য বা লুকানো সবকিছুকে দৃশমান করে তোলা। যেন অনাগত পথে সাবধানে চলার নিশ্চিত প্রত্যাশা দিতে পারে। এমনি একটি অপরিহার্য উপাদানের সঙ্গে খ্রিস্ট তাঁর অনুসারীদের তুলনা করেছেন। সত্যি কি আমরা আলোর মত অন্যের প্রয়োজনের সময়ে কারো উপকারে লাগতে পারি? বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের তো তাই হওয়া উচিত।

আমাদের চারপাশে অনেকেই আছে লবণের মতো গুণবিশিষ্ট। তারা তাদের মেধা ও সেবা দিয়ে নিজেদের গুণকে কাজে লাগাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারা কি তাদের নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের সেবায় পরিপূর্ণ সেবা দিতে পারছে? পারছে কি লবণের মতো দ্রবীভূত হয়ে নিজের স্বার্থ বা অহংকারকে অন্যের উপকারে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে? কিন্তু সেটি করতে পারাটাই লবণের প্রধান গুণ যা যিশুর শিখানো অন্যের থেকে আলাদা গুণাবলী যা থাকা জরুরী।

তদ্রুপ, প্রদীপের গুণ আলোর বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত হয়। প্রদীপ যতোই মূল্যবান হোক তা যদি দীপ্যমান না হয় তা কারোর কাজে লাগে না। ঠিক তার অনুসারী যতই মূল্যবান প্রদীপের তুল্য হোন না কেন যদি আলো বিকিরণের মাধ্যম না হতে পারেন তবে নিজেও অন্ধকারে এবং অন্যদেরও অন্ধকারে রাখবেন। অন্যদিকে তিনি যদি নিজে আলোর গুণবিশিষ্ট হন তবে নিজেও আলোকিত হন এবং অন্যকেও আলোকিত করতে সক্ষম হন।

যিশুর প্রত্যাশা এই, যেন আমরা গুণবিশিষ্ট লবণের ন্যায় প্রাণ রক্ষাকারী হই। অন্ধকার রূপ, দুঃখ, ব্যথা ও হতাশা লাঘবকারী উজ্জ্বল আলো স্বরূপ হয়ে মানব সেবায় অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি। আমরা এরই মধ্য দিয়ে মানব সেবায় যিশুর শিক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি।

প্রবীণদের নিয়ে ভাবনা

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

পরিবার সমাজে একটি আদিমতম প্রতিষ্ঠান। ঈশ্বর সদাপ্রভু আদম-হবা'কে নিয়ে প্রথম পরিবার গঠন করে তাদের আশীর্বাদ করলেন, পরমেশ্বর তাদের বললেন, "ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল, তা বশীভূত কর, সমুদ্রের মাছের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে ও ভূমির যত সরিসৃপের উপরে প্রভুত্ব করো।" মহৎ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুসারে পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাদের সকলকে পারিবারিক পরিবেশ, পিতামাতা এবং পিতৃ স্থানীয় ও মাতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ হতে জীবনের মহৎ গুণগুলো শিখেছিলেন। স্কুলে পাঠ্যপুস্তক পড়ে, বক্তৃতা-ভাষণ শুনে জগত ও জীবন সমন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা রপ্ত করে বিদ্বান ও জ্ঞানী হওয়া যায়, কিন্তু দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ক্ষমা নম্রতা, সততা, ন্যায্যতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহভাগিতা ইত্যাদি মূল্যবোধ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে পরিবার।

পরিবারে প্রজ্ঞাবান বা অল্পপ্রজ্ঞা সম্পন্ন যে সন্তানেরই জন্ম হোক না কেন, সে সন্তান পিতা-মাতা, প্রবীণ ব্যক্তি ও আত্মীয় স্বজনের দ্বারা স্নেহ-ভালোবাসায় লালিত-পালিত হয়ে তারাই আবার বয়স্ক প্রবীণ পর্যায়ে উপনীত হবে-এটাই প্রচলিত চির সত্য। প্রবীণ বা দাদা-দাদী দিবসে স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন প্রকারে এই দাদা-দাদী, প্রবীণ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেন কোন প্রকার তাচ্ছিল্য, অবহেলা বা মর্যাদার অবমূল্যায়ণ করা না হয়। প্রবচনমালার আদর্শ শিক্ষা-সন্তানেরা আমার, পিতার শিক্ষাবাণী শোন, সদ্বিবেচনা কি তা জানবার জন্যে মনোযোগ দাও, কেননা আমি সুশিক্ষাই তোমাদের দান করছি; আমার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না। কারণ আমিও আমার পিতার প্রকৃত সন্তান ছিলাম; মাতার চোখে কোমল ও অনন্যই ছিলাম। পিতা আমাকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন, "তোমার হৃদয় আমার কথা ধরে রাখুক, আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, জীবন পাবে।"

বাংলাদেশে বার্ধক্যজনিত সমস্যা: বার্ধক্য মূলত, শিল্প বিপ্লবোত্তর যান্ত্রিক ও বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত সামাজিক অবস্থা উদ্ভুত একটি সামাজিক সমস্যা। সঙ্গত পরিণতিতেই জাতীয় উন্নয়নের সাথে জনসংখ্যা-বার্ধক্যের বিশ্বব্যাপী একটি ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হিসেবে প্রবীণ ব্যবধান অতিপ্রাচীনকাল থেকে বিবেচিত হলেও, আধুনিকায়ন ও আর্থ-সামাজিকে ব্যাপক উন্নয়নের ক্রমধারায় এটি আজ সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে প্রবীণ সদস্যরা পরিবারের আবেগীয় পরিমণ্ডল এবং পারলৌকিক কল্যাণের আশায় অন্যান্য সদস্যদের সেবা-যত্ন ও সার্বিক পরিচর্যায় আমৃত্যু জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু শিল্পায়ন, শহরায়ন তথা আধুনিকীকরণ স্পৃহা মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন সৃষ্টি করে গড়ে তুললো একক পরিবার। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের এ অবস্থার পাশাপাশি চরম গণদারিদ্রের কষাঘাতে গ্রামের যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়লো আর একক পরিবারে স্থান দেওয়া সম্ভব

হলো না এতদিনের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী'কে। "স্নেহ নিম্নগামী" কথাটি সত্য ধরে নিয়ে স্নেহময়ী প্রবীণকে রেখে মানুষ নিজ স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে একক পরিবারে চলে এলো।

এদেশের মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণী পিতামাতার সন্তানেরা প্রায়ই বিদেশে অবস্থান করে। অথচ, দেশে তাদের পিতামাতা একাকিত্বে অসহায়ভাবে দিন যাপন করে। অন্যদিকে, যে কোন কারণেই হোক অধিকাংশ শহরবাসীদের বয়স্ক পিতামাতা গ্রামে অথবা আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য হন। সেক্ষেত্রে তারা বিভিন্নভাবে পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশ বর্তমানে প্রবীণ হিসেবে বিবেচিত। প্রবীণ বলতে এখানে ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সীদেরকে ধরা হয়েছে। উন্নত দেশের ক্ষেত্রে এটি ৬৫ বছর এবং তদুর্ধ্ব। বাংলাদেশের প্রবীণদের আকৃতি উন্নত দেশের সাথে তাল মিলিয়ে মন্থর গতিতে হলেও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে এ হার দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা রয়েছে। এর পেছনে ক্রিয়াশীল অন্তত দু'টো উপাদানের সমৃদ্ধি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত: বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের ঢেউ বাংলাদেশের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ, ২০.১ বছরকে সমৃদ্ধ করে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ৫৬ বছরে উন্নীত করেছে। দ্বিতীয়: জন্মহার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সাফল্য সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। কেননা এদেশের জন্মহার যেহেতু প্রতিজনে মানুষকে বার্ধক্যেই উপনীত হতে হবে তাই পরিবারে সদস্যদেরকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রবীণ সদস্যদের সেবা-যত্ন করার জন্যে দায়িত্ব সচেতন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, পরিবারে বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেয়া এবং একজন সকর্মক সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখায় প্রতিজন প্রবীণকেও হতে হবে যত্নবান এবং নমনীয়।

বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত উদ্বেগজনক বার্ধক্য সমস্যা বিষয়ে এখনই প্রত্যেকের সচেতন ও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ এ অঞ্চলের ঐতিহ্যগত পরিবার ব্যবস্থার লাগসই করার প্রস্তুতি থাকাও বাঞ্চনীয়। পরিবার মানব সমাজের অতিক্ষুদ্র অথচ মহা সংবেদনশীল একটি প্রতিষ্ঠান। বার্ধক্য সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাই আজ এ ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবসে আমাদের সকলের অঙ্গীকার হোক, প্রবীণদের সম্মান মর্যাদা রক্ষাসহ তাদের সার্বিক কল্যাণে স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে যথাযথ তাদের পরিচর্যা প্রদানে অধিক যত্নশীল হবো এবং পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক ও আবেগীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করবো।

তথ্যসূত্র: আদর্শ পরিবার - এ.এস.এ আতীকুর রহমান

আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

তীর্থে কেন যাবিরে মন

সাগর কোড়াইয়া

যিশুর জন্মের জুবিলীবর্ষ পালন করছে বিশ্বমণ্ডলী। এ উপলক্ষে সারা পৃথিবী থেকে খ্রিস্টভক্তগণ ভাতিকানে তীর্থে যাচ্ছে। বাংলাদেশের খ্রিস্টানরাও এর বাইরে নয়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন ভাতিকানে তীর্থ করে ফিরে এসেছে। জুবিলীবর্ষ হচ্ছে নবায়িত হওয়ার সময়। নবায়িত হবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে তীর্থস্থান পরিদর্শন। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোতে তীর্থ করার প্রচলন বেশ প্রাচীন। হিন্দুধর্মে কাশী, বৃন্দাবন ও পুরী তীর্থ করার অন্যতম স্থান। একইভাবে ইসলাম ধর্মে মক্কা-মদিনায় হজ পালন, বৌদ্ধ ধর্মে লুম্বিনী, বোধগয়া, সারনাথ, শ্রাবস্তীসহ আরো অসংখ্য তীর্থস্থান রয়েছে। আর খ্রিস্টধর্মে জেরুসালেম ও রোমে তীর্থভ্রমণ অন্যতম।

তীর্থভ্রমণের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি, পাপমোচন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ, ঈশ্বর ও ধর্মবোধের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়ানো সম্ভব হয়। অনেকের জন্য তীর্থযাত্রা একটি আচার হিসাবে স্বীকৃত। আবার অনেকের নিকট এটি আধ্যাত্মিক বা বস্তুগত পুরস্কার সন্ধানের সাথে জড়িত। তীর্থ সাধারণত একা অথবা দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ, গন্তব্যে পৌঁছানো, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, বস্তু এবং স্থাপত্যের মুখোমুখি হওয়া, বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নিজ গন্তব্যে ফিরে আসা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস বলেন, তীর্থযাত্রা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশের একটি পথ, বিশ্বাসের যাত্রা এবং জীবনের প্রতীক। তিনি আরো বলেন, তীর্থযাত্রা ছুটি কাটানোর মত বিষয় নয়; বরং পবিত্র বস্তু ও স্থানে তীর্থযাত্রা করে বিশ্বাসের প্রকাশ।

তীর্থযাত্রা হলো একটি ভক্তিমূলক অনুশীলন যার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘযাত্রা যা প্রায়শই পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ গন্তব্যের দিকে পরিচালিত হয়। এটি একটি সহজাতভাবে ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতা, যা অংশগ্রহণকারীকে বাড়ির পরিবেশ এবং পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তীর্থযাত্রা করার উপায় বা প্রেরণা ভিন্ন হতে পারে, তবে কাজটি শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়কে একীভূত অভিজ্ঞতায় মিশ্রিত করে। একজন বিশ্বাসী তার মানত পূরণ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত লাভ, ইতিবাচক ঘটনার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে তীর্থযাত্রা করতে পারেন। মণ্ডলীর ইতিহাসে ইউরোপের দেশগুলোতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে তীর্থযাত্রা করার রীতি প্রচলিত ছিলো। বিশেষ করে অভিজাত ও ধনী শ্রেণীর জনগণ তীর্থযাত্রা করতো। দ্বাদশ শতাব্দীকে মূলত খ্রিস্টীয় তীর্থযাত্রার স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে পরবর্তী শতাব্দী জুড়ে এটি একটি ভক্তিমূলক অনুশীলন হিসাবে রয়ে গিয়েছে।

৩২৭-৩২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট সাধু কনস্টানটাইনের মা সাধ্বী হেলেন মণ্ডলীর ইতিহাসে জেরুসালেম নগরীতে প্রথম তীর্থ করেন। তিনি যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর স্থানে তীর্থ করে যিশুর ক্রুশ আবিষ্কার করেন। একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যে, সাধ্বী হেলেন জেরুসালেমে তীর্থ করতে গিয়ে অসংখ্য ক্রুশ আবিষ্কার করেছিলেন। আর এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় যিশু ছাড়া আরো অনেককেই ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তবে অসংখ্য ক্রুশের মধ্যে কোনটি যিশুর ক্রুশ তা বুঝতে পারছিলেন না। তাই সাধ্বী হেলেন একটি কাজ করেন। রোগীদের এনে প্রত্যেকটি ক্রুশ স্পর্শ করান। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, একটি ক্রুশ স্পর্শ করলেই রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে। আর এ থেকে তিনি ধারণা করে নেন যে, ঐ ক্রুশটিই হচ্ছে যিশুর ক্রুশ। এরপর সাধ্বী হেলেন ক্রুশটি রোম নগরীতে নিয়ে আসেন।

ইদানিং বাংলাদেশ মণ্ডলীতে হরহামেশাই যে কোন স্থানকেই তীর্থস্থান হিসাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, অনলাইন, প্রিন্ট মিডিয়াগুলোতে মহাসমারোহে তীর্থস্থান ও তীর্থোৎসব শব্দটি চাক্ষুস। আর ভক্ত-বিশ্বাসীদের মধ্যে বিষয়টা এমনভাবে গ্রথিত হচ্ছে যে, তারাও তীর্থ, তীর্থস্থান ও তীর্থোৎসব বলেই জানে। দেখা যাচ্ছে, কোন ধর্মপল্লীর পর্ব উৎসব কিন্তু সবাই বলছে তীর্থোৎসব। চাইলেই কি যে কেউ যে কোন স্থান, ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানকে তীর্থস্থানরূপে ঘোষণা করার অধিকার রাখে; নাকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট কারণে কোন স্থানকে তীর্থস্থান ঘোষণা করতে পারে। নিশ্চয়ই যথাযথ একটি আইন বা নীতিমালা রয়েছে আর না থাকলে থাকাটা আবশ্যিক। জনগণকে অবগত করা জরুরি যে, কোনটা তীর্থোৎসব, তীর্থস্থান, কোনটি পর্ব আর মহাপর্ব।

মাণ্ডলিক আইনের ১২৩০ থেকে ১২৩৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা করতে পারেন। অর্থাৎ কোন গির্জা, ধর্মপল্লী, এলাকা বা অঞ্চল তীর্থস্থান হতে গেলে স্থানীয় মণ্ডলীর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মৌখিক বা লিখিত ঘোষণাপত্রের প্রয়োজন রয়েছে; তবে এর জন্য যথাযথ কারণ প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ। আর এই তীর্থস্থান বা তীর্থোৎসব ঘোষণা স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই হতে পারে। কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ষকে কেন্দ্র করে অনেক ধর্মপ্রদেশ বছরব্যাপী তীর্থ ঘোষণা করে থাকে। এছাড়া জাতীয় তীর্থস্থান ঘোষণার জন্য স্থানীয় বিশপ সম্মিলনীর অনুমোদন ও পোপের দপ্তরে আবেদন অপরিহার্য। আমাদের একটি ধারণা আছে যে, চাইলেই তীর্থস্থান বা তীর্থোৎসব বলা ও করা যায়। তবে এর উত্তর হচ্ছে কখনোই না। তীর্থস্থান হতে গেলে অবশ্যই এর মূলে বা পূর্বে এক বা একাধিক আশ্চর্যকাজ থাকতে হবে। এছাড়াও তীর্থস্থান সে স্থানকেই বলা হবে যেখানে একজন সাধু-সাধ্বী, ধর্মশহীদ অথবা কুমারী মারীয়ার সাথে সম্পর্কিত কোন ঘটনা রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তীর্থস্থান হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। বিশেষ করে, পানজোরাতে সাধু আন্তনীর তীর্থ ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নবাই বটতলাতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ অন্যতম। এই দু'টি স্থানে তীর্থস্থান হবার পিছনে ঐতিহাসিক ঘটনা ও আশ্চর্যকাজ রয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারোমারি, চট্টগ্রামের দিয়াং এবং দিনাজপুরের রাজারামপুরে যে তীর্থোৎসব হয় তা ধর্মপ্রদেশ কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাদেশের মতো ছোট্ট দেশের ছোট কাথলিক মণ্ডলীতে এত তীর্থস্থান ঘোষণা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। ইদানিং আরো অনেক স্থানে স্বঘোষিত তীর্থ, তীর্থস্থান এবং তীর্থোৎসবের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তীর্থস্থান হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা পূর্ণ হচ্ছে না কোনভাবেই।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষাতে বলা হয়েছে, "তীর্থযাত্রা এই পৃথিবীতে আমাদের যাত্রাকে স্বর্গের দিকে যাত্রার অর্থ বহন করে, যা ঐতিহ্যগতভাবে প্রার্থনায় নবীকরণ আনয়নের জন্য বিশেষ সুযোগ দান করে; কেননা জীবন্ত জলের অন্বেষণকারী তীর্থযাত্রীর জন্য তীর্থস্থানগুলো খ্রিস্টমণ্ডলীর অভ্যন্তরে খ্রিস্টীয় প্রার্থনার বিভিন্ন ধরন অনুসারে জীবনযাপন করার বিশেষ স্থান।" শিল্পীর গান, 'তীর্থে কেন যাবে রে মন, তীর্থ গোটা দুনিয়াটা' বুঝি আজ বাস্তব সত্য। এই বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে পারলে কোনটি তীর্থ, তীর্থস্থান এবং তীর্থোৎসব তার অর্থ আরো স্পষ্ট হবে।

পারিবারিক আর্থিক দুরবস্থা

ক্ষুদীরাম দাস

যাদের পর্যাপ্ত টাকা পয়সা রয়েছে; তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা হয় না। সুতরাং, মোকাবিলার বিষয়টি তাদের জন্যে আলোচনায় আসে না বা তারাও এ বিষয়টি তেমন একটি চিন্তা করে না। কেননা বাজারমূল্য যতই বৃদ্ধি পাক, অনেক সময় তারা এ বিষয়টি টেরও পান না। এ বিষয়ে তেমন খোঁজ-খবরও নেবার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু গরীব-মধ্যবিত্তদের পারিবারিক আর্থিক দুরবস্থা আলোচনায় আসে। আর অর্থনৈতিক টানাপোড়নের কারণেই সংসারে সহিংসতার মতো ঘটনাও ঘটে যায়। পরিবারের আয় না বাড়লে পরিবারের সদস্যরা অশান্তি করলেও আয় কোনোভাবে বৃদ্ধি পাবে না; বরং এতে সংসারের পবিত্রতা নষ্ট হয়। মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে প্রত্যেকটি দিন পার করতে হয়। গরীব ও মধ্যবিত্তরা যদি সঠিক বাজেটিং করে, তাহলে তা পরিবারগুলোর আর্থিক সঙ্কট নিরসনে সহায়তা করতে পারে। কেননা আমরা জানি, আর্থিক দুরবস্থা এমন একটি সঙ্কট, যা আমাদের জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যখন কেউ আর্থিক মন্দায় পড়ে, তখন তাকে অসহায়বোধ করতে হয়। আর এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, তার জন্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক মন্দা থেকে মুক্তি পেতে সচেতনভাবে কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে; যা মানুষকে সামগ্রিকভাবে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে।

অপচয়রোধ করা দরকার: আমরা জানি, যিশু ৫ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন; এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা। এতো মানুষকে খাওয়ানোর পরেও প্রচুর খাবার উদ্বত্ত ছিলো; যাকে আমরা গুঁড়াগাড়া বলে থাকি। সেগুলো কোনোভাবেই নষ্ট করা হয়নি। বরং কুঁড়িয়ে সংগ্রহ করা হয়েছিলো *(মথি ১৪:২০পদ; মথি ১৫:৩৭পদ)*। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন কোনোভাবেই খাবার নষ্ট বা অপচয় না করি। খাদ্য অপচয়, খাদ্য বর্জ্য বা খাদ্য নষ্টকরণ বলতে অভুক্ত খাদ্যকে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটিকে বোঝানো হয়। খাদ্য ব্যবস্থার সর্বত্র যেমন খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য বিতরণ, খাদ্য খুচরা বিক্রয় এবং খাদ্য ভোগ, ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে খাদ্যের অপচয় ঘটে। আমরা আমাদের চারিদিকে যদি লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখবো যে, বিভিন্ন জন্মদিন, বিয়ে অনুষ্ঠানে অথবা বাড়িতেও প্রচুর খাবার নষ্ট করা হয়-এটা মোটেও ঠিক নয়। আমাদের বাইবেলের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করা: আমরা অনেকেই আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করার কথা চিন্তাও করি না; অথচ এটি অত্যন্ত জরুরি। আমরা আয়-ব্যয়ের সমন্বয় করতে পারি না বলেই পারিবারিক যতো সমস্যা। এ কারণে আমরা সঠিকভাবে ঈশ্বরের কাছে চাই না বলেই আমরা পাই না; কেননা আমরা সুখাভিলাষের জন্যেই চাইতেছি *(যাকোব ৪:৩ পদ)*। এ কারণে অনেক মানুষ তাদের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে ব্যর্থ হন। ফলে তারা সারা মাস ভালোভাবে চলতে পারেন না; হিমশিম খেয়ে যান। কীভাবে আয় করবো এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ; তেমনি কীভাবে কতোটুকু ব্যয় করা উচিত সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যে একটি স্পষ্ট বাজেট তৈরি করা দরকার। ব্যয়ের খাতগুলো যখন আমরা বিশ্লেষণ করবো, তখনই অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে আনা সহজ হবে। আর এতে আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলা করা সহজ হয়ে যায়।

অতি প্রয়োজনীয় খরচ: কোনো কোনো পরিবার অতি প্রয়োজনীয় খরচের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পারেন না। সত্যিকারে অতি প্রয়োজনীয় গুরুত্বই তারা বুঝেন না। কখনো কখনো আমরা এমন খরচ করি; একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে তা' না করলেও চলতো। ইসাইয়া ৫৫ অধ্যায় ২ পদে রয়েছে, "কেন অখাদ্যের জন্য টাকা খরচ করছো, যাতে তৃপ্তি নেই, তার জন্য স্ব স্ব শ্রমফল দিচ্ছ? শোন, আমার কথা শোন, উত্তম খাবার ভোজন কর, পুষ্টিকর দ্রব্যে তোমাদের প্রাণ আপ্যায়িত হোক।" যখন আমাদের পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট তখন অপ্রয়োজনীয় খরচগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সবচেয়ে জরুরি খরচগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। আর অপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিতে পারলে আমরা সংসারের জন্যে সঞ্চয় করতে পারি; যা' আমাদের বিপদের সময় কাজে লাগবে। তীত ৩ অধ্যায় ১৪ পদে রয়েছে, "আর আমাদের লোকেরা সৎকর্মে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে অভ্যাস করুক যেন তারা অন্যদের জরুরী প্রয়োজন মিটাতে পারে, যেন ফলহীন হয়ে না পড়ে।"

পাওনাদারদের সঙ্গে যোগাযোগ: এটা খুবই ভদ্রতার বিষয় যে, আমরা আমাদের বিপদের সময় বা প্রয়োজনের সময় কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিই। যদি শর্তানুযায়ী ফেরত দিতে ব্যর্থ হই; তাহলে যোগাযোগ রক্ষা করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা নমনীয়তা প্রকাশ করা দরকার। তাহলে পরিচিত বা প্রতিবেশিদের সাথে সুসম্পর্ক অটুট থাকে। সত্যিকারে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কখনো কখনো আমরা দেনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হই; সেক্ষেত্রে পাওনাদারদের সঙ্গে সময়মতো যোগাযোগ করা উচিত। এভাবে আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারি। এতে আমরা অনেক জটিলতা থেকেও রক্ষা পেতে পারি। প্রেরিত ২৪ অধ্যায় ২৬ পদে রয়েছে, "তিনি আশাও করেছিলেন যে, পল তাকে টাকা দিবেন, এই জন্য বার বার তাকে ডেকে তার সাথে আলাপ করতেন।" যাত্রাপুস্তক ২২ অধ্যায় ২৫ পদে রয়েছে, "তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুঃখীকে টাকা ধার দেও, তবে তাহার কাছে সুদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; তোমরা তাহার উপরে সুদ চাপাইবে না।" লেবীয় পুস্তক ২৫ অধ্যায় ৩৭ পদে রয়েছে, "তুমি সুদের জন্য তাকে টাকা দিবে না, ও বৃদ্ধির জন্য তাকে অন্ন দিবে না।" অতএব, আমাদের ঈশ্বরের বাক্য পালন করা উচিত।

অর্থনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ: নির্ভরযোগ্য স্থান থেকে সাহায্য নিতে/পরামর্শ নিতে কখনো লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। অবশ্য এটা একান্তই প্রয়োজন হয় পারিবারিক সীমাবদ্ধতায় অবস্থানকারী সকল সদস্যদের পরামর্শের আলোকে গ্রহণযোগ্য একটা উপায় খুঁজে পেতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। বিশেষত যখন আমরা কেউ সঙ্কটের মধ্যে থাকি এবং কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে-তা' বুঝতে না পারি। তাছাড়া পারিবারিকভাবে প্রত্যেক সদস্যের উচিত সম্পূর্ণ আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং সে অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোতে কখনো কখনো দেখি, কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে জোর দাবি বা আন্দোলন; এ ক্ষেত্রে পারিবারিক অর্থনৈতিক সঙ্কট তাদের কাছে তুচ্ছ। তাদের এমন বায়না যে, এটা আমাদের দিতে হবে বা এটা আমাকে পেতেই হবে! পরিবারের কোনো সদস্য এমন আচরণ করলে পারিবারিক অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে কোনোভাবেই বেরিয়ে আসতে পারি না আমরা; আর তা' পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে সবসময় কষ্টের মধ্যে নিয়ে যায়। মার্ক ৩ অধ্যায় ২৫ পদে রয়েছে, "আর কোন পরিবার যদি বিবাদে বিভক্ত হয়, তবে সেই পরিবারও কখনো স্থায়ী হতে পারে না।" উপদেশক ৭ অধ্যায় ১৪ পদে রয়েছে, "সুখের দিনে সুখী হও, এবং দুঃখের দিনে দেখ, ঈশ্বর সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি রেখেছেন, এই উদ্দেশে যে, এর পর কি ঘটবে, তার কিছুই যেনো মানুষ জানতে না পারে।" অতএব, প্রত্যেকের জন্যেই পরিবার হলো আসল।

সময়ের অপচয় না করে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করাও আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলার একটি সুন্দর উপায় হতে পারে। আর যারা সময় ও সুযোগ থাকতেও পরিশ্রম না করে তারা একসময় পরিশ্রম না করার জন্যে

অনুশোচনা করে থাকে। উপদেশক ১০ অধ্যায় ১৫ পদে রয়েছে, "হীনবুদ্ধি লোকের পরিশ্রম তাকে ক্লান্ত করে, কেননা নগরে কিরূপে যেতে হয়, তা সে জানে না।" ১ তিমথী ৪ অধ্যায় ১০ পদে রয়েছে, "আসলে এই যে আমরা এত কারণ পরিশ্রম করছি, এমন প্রাণপণ সাধনা করে চলেছি তার কারণ, আমরা তো আশা ভরসা রেখেছি স্বয়ং জীবনময় ঈশ্বরেরই ওপর, সেই তাঁরই ওপর, তিনি সকল মানুষের পরিত্রাতা, বিশেষ করে তাদেরই পরিত্রাতা, তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যারা।" কিন্তু একটা বিষয় যে, মানুষ যতোই পরিশ্রম করে উপার্জন করুক না কেনো তবুও তার কাছে মনে হয় যে কিছুই আয় করেনি; আরো আয় করা দরকার। অর্থাৎ আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই। উপদেশক ৬ অধ্যায় ৭ পদে রয়েছে, "মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তার মুখের জন্য, তথাপি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না।" সুতরাং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন আয়ের উৎস খুজে বের করা যেতে পারে। পার্ট-টাইম কাজ, টিউশন বা আউটসোর্সিংয়ের মতো কাজগুলো নতুন আয়ের সুযোগ করে দিতে পারে। তবে কেনো আমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করবো না!

আপদকালীন ফাণ্ড গঠন করা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেকেই এটা করে না বলে একসময় তারা বিপদে পড়ে যায়। তখন কোথাও থেকে তারা সাহায্য পায় না এবং তারা লজ্জার মধ্যে জীবনযাপন করে। ইমার্জেন্সি ফাণ্ড না থাকলে, আর্থিক সংকটের সময় খুব কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। কয়েক মাসের জরুরি খরচগুলোর জন্যে একটি আপদকালীন ফাণ্ড গঠন করলে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সংকট সহজে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। এফেসীয় ৪ অধ্যায় ২৮ পদে রয়েছে, "চুরি করা যার স্বভাব সে যেন আর চুরি না করে; সে বরং কাজ করুক, নিজের দু'টো হাত দিয়ে সে বরং ভাল কাজই করুক।" যারা ইমার্জেন্সি ফাণ্ড গঠন করেন, তারা কম আর্থিক চাপ অনুভব করেন।

অপ্রয়োজনীয় ঋণ করা মোটেও উচিত নয়। এ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি। কেউ কেউ রয়েছেন, বিলাসিতার জন্যে ঋণগ্রহণ করে থাকেন; যা' আমাদের পারিবারিক জীবনে অভাব ডেকে আনতে পারে। ক্রেডিট কার্ড, উচ্চ সুদের ঋণ, এবং অন্যান্য ঋণগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে থাকলে আর্থিক মন্দা আরও গভীর হয়। ঋণগুলো দ্রুত পরিশোধ করা উচিত এবং অপ্রয়োজনীয় ঋণ থেকে বিরত থাকা উচিত। অপ্রয়োজনীয় ঋণমুক্ত থাকা মানুষদের আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলা করার ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়।

অপচয়রোধ করা: আমাদের পরিবারে যদি অর্থনৈতিক অভাব থাকে, তাহলে পরিবারে বিভিন্ন বিলের খরচ কমানো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে। যেমন-বৈদ্যুতিক বিল, ইন্টারনেট, ক্যাবল টিভির মতো দৈনন্দিন খরচগুলো নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে মাসিক খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব। একটু একটু করে খরচ কমিয়ে বড় একটি অর্থ সঞ্চয় করা যেতে পারে। লুক ১৬ অধ্যায় ১ পদে রয়েছে, "একজন ধনী লোকের এক নায়েব ছিল। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হলো যে, সে নাকি তার মনিবের ধনসম্পদ নষ্ট করে দিচ্ছে।" বিশ্বাস করতে পারি যে, নিয়মিত বিলের খরচ কমিয়ে বছরে প্রায় ৫-১০% খরচ সঞ্চয় করা সম্ভব।

অপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করা: প্রয়োজন নেই; তবুও দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কোনো জিনিস রেখে দিই। এতে জিনিসের মেয়াদোত্তীর্ণ হয় এবং তা' একসময় অকেজো হয়ে যায়। এটি একটি সঠিক উপায় হতে পারে যে, তা' বিক্রি করে দেয়া। আর বাসা বা অফিসে জমে থাকা অপ্রয়োজনীয় গ্যাজেট বা আসবাবপত্র বিক্রি করে তা থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব। লেবীয় পুস্তক ২৫ অধ্যায় ৩ পদে রয়েছে, "ছয় বছর ধরে তোমরা ক্ষেতে বীজবপন করবে এবং ছয় বছর ধরে দ্রাক্ষাক্ষেতের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটবে ও দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করবে।" হিব্রু ৭ অধ্যায় ১৮ পদে রয়েছে, "এইভাবে আগেকার সেই নিয়মটি তো বাতিল হয়ে গেছে। কেন না অক্ষম নিষ্ফল ছিল সেই নিয়ম।"

দক্ষতা বৃদ্ধি করা: নিজেকে প্রশিক্ষিত করা হলো সবচেয়ে ভালো বিনিয়োগ। দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন আয়ের পথ খুলতে পারে। পরিবারের সদস্যরা শিক্ষিত হলে দক্ষ সদস্যের মাধ্যমে পরিবারের বেঁচে থাকার শক্তি প্রকাশিত হয়। আমরা জানি, বর্তমানে ইন্টারনেটে ফ্রিতে অনেক ট্রেনিং পাওয়া যায়, যা' শেখার মাধ্যমে নিজেকে আরো দক্ষ করে তুলতে পারে। এতে আয় বাড়ানোর পাশাপাশি খরচও কমানো সম্ভব হবে; যা' আমরা অপ্রয়োজনে খরচ করি। উপদেশক ১০ অধ্যায় ১৫ পদে রয়েছে, "হীনবুদ্ধি লোকের পরিশ্রম তাকে ক্লান্ত করে, কেননা নগরে কিভাবে যেতে হয়, তা সে জানে না।" এখানে আমরা বুঝতে পারি যে, পরিবারের কেউ কেউ কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করে; আর হীনবুদ্ধির মতো কেউ কেউ অযথাই খরচ করে; কেননা সে জানে না পরিশ্রমের ফল কতোটা মূল্য দিয়ে অর্জন করতে হয়।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: প্রথমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ইমোশনাল ওয়েলবিং-এর প্রতি যত্নশীল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানসিক চাপ থাকলে অপ্রয়োজনীয় খরচ বেড়ে যায়। নিজেকে সুস্থ ও মানসিকভাবে ভালো রাখলে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো সহজ হয়। আমরা এটা জানি যে, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখলে আর্থিক চাপ কম অনুভূত হয়। অনেকসময় অভাব-অনটনে মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে যায়। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আমাদের যা' দিয়েছেন, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত; কেননা তা আমাদের প্রতি ঈশ্বরেরই দান। উপদেশক ৫ অধ্যায় ১৯ পদে রয়েছে, "আবার ঈশ্বর যে কোন ব্যক্তিকে ধন-সম্পত্তি দান করেন, তাকে তা ভোগ করতে, নিজের অংশ নিতে ও নিজের পরিশ্রমে আনন্দ করতে ক্ষমতা দেন, তা ঈশ্বরের দান।" অপরদিকে যদি আমাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পত্তি থাকে তাহলে আমাদের উচিত দরিদ্রদেরকে দান করা; যেন তারাও সুখভোগ করতে সুযোগ পায়। প্রেরিত ২০ অধ্যায় ৩৫ পদে রয়েছে, "সর্বদাই আমি আপনাদের দেখিয়ে গেছি যে, এই ভাবে পরিশ্রম করেই দুর্বলকে আমাদের সাহায্য করা উচিত, স্বয়ং প্রভু যিশু যে কথা বলে গেছেন, সেই কথাও মনে রাখা উচিত যে, 'পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার মধ্যেই আনন্দ বেশি।'

পজিটিভ চিন্তা করা এবং ধৈর্যশীল হওয়া: পজিটিভ চিন্তা করা এবং ধৈর্যশীল হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের এ গুণ থাকা আবশ্যক। উপদেশক ৮ অধ্যায় ১৫ পদে রয়েছে, "তখন আমি তোমাদের প্রশংসা করলাম, কেননা খাওয়া-দাওয়া, পান করা ও আমোদস্ফূর্তি করা ছাড়া সূর্যের নিচে মানুষের আর ভাল কিছু নাই; সূর্যের নিচে ঈশ্বরদত্ত তার জীবনকালে এটিই তার পরিশ্রমে তার পাশে থাকবে।"যেখানে পজিটিভ চিন্তা নাই সেখানে অশান্তি সৃষ্টি হয় ও মানুষ মন্দতায় জীবন অতিবাহিত করে। খারাপ সময়ে পজিটিভ মাইণ্ডসেট এবং ধৈর্যশীলতা আমাদের অনেক সুযোগের পথ খুলে দিতে পারে। পজিটিভ চিন্তাধারা আর্থিক মন্দার সময় মনকে স্থির রাখে এবং নতুন আয়ের উৎস খুঁজতে সহায়তা করে। উপদেশক ৯ অধ্যায় ৯ পদে রয়েছে, "সূর্যের নিচে ঈশ্বর তোমাকে অসার জীবনের যত দিন দিয়েছেন, তোমার সেই সমস্ত অসার দিন থাকতে তুমি আপন স্ত্রীর সাথে সুখে জীবন যাপন কর, কেননা জীবনের মধ্যে এবং তুমি সূর্যের নিচে যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হচ্ছো, তারজন্য এটিই তোমার অধিকার।"

পরিশ্রমী জীবন: আমাদের জীবনে সুখে থাকার জন্যে পরিশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক মানুষ রয়েছে, যারা বিনা পরিশ্রমে আরামে জীবন পার করে দিতে চায়। কিন্তু যারা পরিশ্রমী তারাই কেবল সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে ও ভোগ করতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্য হঠকারীদের সঙ্গী হলে তাকে ফেরাতে হয়। তা' না হলে অভাবের সূত্রপাত ঘটবে। হঠকারীদের থেকে নিজেকে যতো দূরে রাখা যায় ততোই মঙ্গল! হিতোপদেশ ২১ অধ্যায় ৫ পদে রয়েছে, "পরিশ্রমীর চিন্তা হতে কেবল ধন লাভ হয়, কিন্তু যে কেউ হঠকারী, তার কেবল অভাব ঘটে।"

গারো সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উৎপত্তি, কৃষি-সংস্কৃতি এবং পরম্পরাগত শিক্ষা

জসিও চিরান

গারোদের উৎপত্তি এবং তাদের আদিনিবাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা এক অসম্ভব ব্যাপার। কারণ এই কাজের জন্য কোনো লিখিত তথ্য কিংবা ধারাবাহিক কোনো প্রমাণ-নির্ভর ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে, গারোরা প্যালিত মঙ্গোলীয় শ্রেণিভুক্ত তিব্বতী বর্মন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের আদি নিবাস বর্তমান চীনের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় সিন-কিয়াং প্রদেশে। পরবর্তীতে প্রতিকূল আবহাওয়া পরিত্যাগ করে তিব্বতের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সেই তিব্বত থেকে পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন নদীর গতিপথ অনুসরণ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বদিকে অগ্রসর হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করে। এই এলাকায়ই বর্তমানে নানা আদিবাসী জনগোষ্ঠী দ্বারা অধ্যুষিত। গারোরা নিজেদের গারো নামে অভিহিত হতে পছন্দ করে না। কারণ তাদের ধারণা এটি অন্যদের দেওয়া নাম এবং সেটি শ্লেষাত্মক। গারোরা গারো নাম বললে রীতিমতো রেগে যায়। সে জন্য গারোরা "মান্দি" বা আচিক মান্দি নামে নিজেদের পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। গারোরা কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রবণ একটি জনগোষ্ঠী, তাদের অন্যতম প্রধান উৎসব হলো ওয়ানগালা। এছাড়াও গারোরা বিয়ের অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সামাজিকভাবে পালন করে থাকে। গারো নাচ প্রাচীনকাল থেকেই এখনও পর্যন্ত গারোদের ঐতিহ্যগত নাচ/নৃত্য।

সমাজ ব্যবস্থা: গারোদের সমাজ ব্যবস্থায় সকল দলই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অধীন। মায়েরাই গৃহ এবং পারিবারিক সম্পত্তির কর্ত্রী ও সকল সন্তান-সন্ততির তার পদবিতেই পরিচিতি। গারো-বিধি অনুযায়ী গারোরা পিতার পদবী বা উপাধি সাধারণত নেয় না।

গারোদের পানীয় বা "চু" এর প্রথা: গারোরা সামাজিক, ধর্মীয়, সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পার্বণে নানা পানীয় ব্যবহারের কথা জানা যায়। বর্তমানে অনেক গারোরাই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে ধর্মীয় কারণে অনেকেই মদ্যপান থেকে বিরত থাকলেও মদ্যপানের প্রচলন একবারে থেমে যায়নি। মদ্যপান গারোদের রক্তের ধারায় অনেক দিন আগে থেকেই মিশে গেছে সেজন্যেই এর অভ্যাস এখনও চলমান। তাছাড়া গারো ঐতিহ্য অতিথি আপ্যায়নে, অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনে, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ্যপান ছাড়া গারোদের সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানই মূল্যহীন।

বিবাহ প্রথা বা পদ্ধতি: গারোদের বিবাহ প্রথা সম্পূর্ণরূপে অসবর্ণ। স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরকে অবশ্যই পৃথক মাহারী/গোত্রের হতে হয়। কেননা গারো সমাজ একই মাহারীভূক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ গারো রীতিতে একই উপগোত্রের মেয়ে ছেলে পরস্পরের কাছে ভাই-বোন তুল্য এবং তাদের মধ্যে বিয়ে করা অযাচারের সমতুল্য।

শাসন ও বিচার ব্যবস্থা: প্রাচীনকালে গারোদের মধ্যে আখিং নক্‌মা ছিল। আখিং অর্থ রাজ্য আর নক্‌মা অর্থ রাজা প্রধান বিশেষ। এরাই নিজ নিজ রাজ্যের সর্বেসর্বা শাসক ছিলেন। তাছাড়া সংনি নক্‌ম বা গ্রাম প্রশাসক গ্রামের শাসন ও বিচার করতেন। বিচারে অর্থদন্ড দিতে হলে বা জটিলতা দেখা দিলে অগ্নি পরীক্ষা ও জল পরীক্ষার মাধ্যমে দোষী নির্দোষী নির্ণয় করা হতো। বর্তমানে এই প্রথার তেমন প্রচলন নেই। তবে বড় ধরনের বিচার বা শাসন করার জন্য গ্রামের সকলে কোনো এক স্থানে একত্রিত হয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কোনো বিবাদ সমস্যার মিমাংসা করা হয়। যা এটি প্রাচীনকাল থেকেই এখনো চলমান।

ধর্মীয় প্রথা: আদিতে গারোরা ছিলেন সাংসারেক প্রকৃতির পূজা অর্চনা করত। কিন্তু যুগের পরিকল্পনায় গারোরা বর্তমানে খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী এবং অনেক গারোরাই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত। তবে বৃহত্তম টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত মধুপুর অঞ্চলে কিছু সংখ্যক গারোরা এখনও সনাতন ধর্ম পালন করে থাকে। অখ্রিস্টান স্থানীয় ভাষায় তাদেরকে বলে সাংসারেক। প্রাচীনকালে ওয়ানগাল্লা বা নবান্ন উৎসব নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুযায়ী পালন করে থাকে। তবে বর্তমানে ওয়ানগালা উৎসবে প্রাচীনকালের রীতি বা প্রথার প্রচলন নেই বললেই চলে। কেননা ওয়ানগালা উৎসবকে বর্তমানে খ্রিস্ট রাজার পর্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

রোগ নিরাময় পদ্ধতি: প্রাচীন কালে গারোরা তন্ত্র-মন্ত্র সাধন দ্বারা রোগ নিরাময় করতেন। কোন পরিবারের সদস্য দীর্ঘ দিন যাবৎ অসুখে শয্যাশায়ী হলে দেশীয় গাছ গাছ্‌ড়ার সাহায্যে প্রস্তুত ঔষধ সেবনে কোন ফল না দেখা দিলে দেবদেবীর সন্তুষ্টি বিধানে পূজার ব্যবস্থা করা হত যাকে বলা হয় মিত্তে আসুয়া। গারোদের বিশ্বাস এতে রোগী সত্যি সত্যিই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। যদিও এই প্রথা এখন বেশি প্রচলন নেই তবে অধিকাংশ এলাকায় এই রীতি এখনও চলমান। অন্যদিকে এর পাশাপাশি অসৎ বা মন্দ উদ্দেশে তন্ত্রমন্ত্র ব্যবহৃত হত। যা দূরে অবস্থান করে শত্রুকে নিধন সম্ভব হত। এই ধরনের তন্ত্রমন্ত্র এর ব্যবহার বর্তমান গারো সমাজেও রয়ে গেছে।

মৃত ব্যক্তিকে আগুনে পোড়ানোর ব্যবস্থা: প্রাচীন যুগে সাংসারেক মৃত ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে সৎকার করা হতো কিন্তু বর্তমানে খ্রিস্টান গারোরা মৃত ব্যক্তিকে প্রার্থনার পর মাটি দিয়ে কবর দিয়ে থাকেন। তবে গারোদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির আগুনের পুড়ানোর প্রথা বর্তমানে অপ্রচলিত।

গারোদের শিষ্টাচার, মূল্যবোধ ও নৈতিক রীতি নীতি: প্রাচীন কালে, গারোরা সাধারণ শিষ্টাচার, মূল্যবোধ ও নৈতিক রীতি নীতি দ্বারা পরিচালিত হতো। মন্দতা বা নীতি বিরোধী কাজের সমর্থন করত না। বর্তমানে তা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু বর্তমানে গারো সমাজে যে ব্যক্তি অনৈতিক কাজ করে সেই ব্যক্তি প্রাচীন কালের ন্যায় এখনও নিন্দার পাত্র হয় এবং সমালোচনার পাত্রও পরিণত হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: *গারো অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের আগমন এবং অবদান (ফাদার : পিটার রেমা)*

অজানা অপেক্ষায়

নব কন্তা

হ্যালো, আমি কি আপনার পাশে বসতে পারি? যদি কিছু মনে না করেন।

কিন্তু কেন?

এই একটু আপনার সাথে কথা বলতাম, এই আর কি।

কেন? আমি কি খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ যে আমার সাথে কথা বলতে হবে?

আহা। রেগে যাচ্ছেন কেন? অবশ্য আমার সাথে রাগ করারই কথা। সেদিনের ব্যবহারের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আসলে সেদিন আপনাকে নিয়ে আমাদের এতটা দুষ্টামি করা ঠিক হয় নি। না বুঝে করে ফেলেছি। আসলে প্রায়ই আমরা যখন এদিকে আসি তখনই দেখি আপনি এই নদীর পাড়ে একা একা বসে থাকেন। কি যেন ভাবেন আর এক মনে সামনের দিকে চেয়ে থাকেন।

নিজের ভুল যখন বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। ভুল বুঝতে পারা খুবই ভাল, তবে সেটা যেন সময় মত হয়। নয়তো অনেক সময় সেই ভুলের মাশুল গুনতে হয়।

আসলে সেদিন যখন আপনার এই বসে থাকা নিয়ে আমরা দূর থেকে দেখে হাসাহাসি করছিলাম আর বাজে বাজে কথা বলছিলাম তখন একজন এসে আমাদেরকে শুধরে দিল। বোধ হয় কাছে পিছে কোথাও আমাদের কথা শুনতে পেয়েছিল তাই আমাদের কাছে এসে বলল যে আপনি পাগল না। কিন্তু আপনার কাছ থেকে শিখা যাবে অপেক্ষার ধৈর্য কি। ঐ লোকটি কেমন যেন রহস্য করে কথাগুলো বলছিল।

বুঝতে পেরেছি। ঐ লোকটি হচ্ছে সুবল। আমার খুব কাছের বন্ধু। আর বলেছে কিছু?

তেমন কিছু না। শুধু বলল যে আপনি এমন একজনের অপেক্ষায় আছেন যে নাকি নদী পারাপার হয়ে চিরদিনের জন্য ওপার চলে গেছে। আর কখনোই নাকি ফিরবে না।

আমি জানতাম সুবল এই কথাগুলো বলবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, সুবলের কথা ঠিক না। সুবল জানেই না, তাই এগুলো বলছে। তুমি বিশ্বাস করো ও আমাকে বলেছে খুব শীঘ্রই ও আবার আমার কাছে আসবে। আমাকে বলেছে আমি যেন শুধু ওরই জন্য অপেক্ষা করি। আমি জানি ও আবার আসবে। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু অবশ্যই আসবে। না এসে ও পারেই না। সুবল তো আমার কথা বিশ্বাসই করেনি কিন্তু তুমি তো বিশ্বাস করছো। বল তুমি বিশ্বাস করেছ না!

আমি নিতু। আপনি আমার নাম ধরেই ডাকতে পারেন। এখন বলুন তো আপনি কার জন্য এত অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন?

আমি বোধ হয় তোমাকে তুমি বলে ফেলেছি। কিছু মনে করো না। কিন্তু আগে বল, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করেছ কিনা।

আচ্ছা ঠিক আছে, করছি আপনাকে বিশ্বাস। এখন বলুন কে সে ব্যক্তি আপনাকে এভাবে অপেক্ষায় ফেলে রেখে চলে গেছে?

আরে ও তো চলে যায়নি। আবার আসবে। আমার কাছে আসবে। আমার হাতটি ধরে একসাথে মেঠোপথ হেঁটে বেড়াবে। ও আসবে ও আসবে।

আচ্ছা ওর নামটা কি জানতে পারি? যদি কিছু মনে না করেন।

অবশ্যই। কেন নয়! তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছ। তোমাকে তো বলতেই হবে। ওর নাম স্নিগ্ধা। ওর যেমন নাম তেমনই দেখতে স্নিগ্ধ কোমল। খুবই ভালবাসে আমাকে। ওকে না দেখে এক মূহূর্ত থাকা যে কি কঠিন তা আর বলার নয়। ওকে দেখলে তোমারও হিংসে হবে। ভাববে, আমি কেন এত বেমানান ওর কাছে। তোমাকে অপমান করার জন্য বলছি না। কিন্তু বিশ্বাস কর, যদি তুমি ওকে একবার দেখতে! তুমিও আমার সাথে অপেক্ষা কর, যখন ও আসবে তোমাকে দেখাব ও কত সুন্দর আর কত লক্ষ্মী।

আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম ও না হয় আমার থেকে হাজার গুণ সুন্দর। এখন কি জানতে পারি কি কারণে আপনি এ অপেক্ষা করছেন? ওতো আসবেই, তাহলে? এসে তো আপনার সাথে দেখা করবে। আমি কি জানতে পারি কি কারণ এত অপেক্ষার?

আচ্ছা, তোমাকে প্রথম থেকেই বলি। স্নিগ্ধা আমাদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়ে থাকে। তোমাকে তো বলেইছি ও কত সুন্দর। ও যখন দশম শ্রেণিতে পড়ে তখনই আমি ওকে প্রথম দেখি। আর প্রথম দেখাতেই আমি ওকে আমার মনের মানুষ করে নিই। আমি অবশ্য তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ। শহরে গ্যাঞ্জাম হওয়ায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্লাস বন্ধ। তাই বাড়িতে বসে ছিলাম। আর তখনই ওকে দেখি। পরে বন্ধু সুবলের মাধ্যমে খোঁজ খবর নিই। ধীরে ধীরে আমিও ওর মনে জায়গা করে নিই। প্রতিদিন আমাদের দেখা হওয়া চাই চাই। তবে আমাদের এই প্রণয়ের কথা শুধু সুবল জানতো। আমি আমার পড়াশোনা শেষ করে বাড়িতে এসে পড়ি। গ্রামে তখন খুব আমার নাম ডাক। শিক্ষিত ছেলে, ভাল পড়াশোনা করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। স্নিগ্ধার বাবা অবশ্য ছিলেন দুই গ্রামের চেয়ারম্যান। তিনিও আমার কথা জানতে পেরেছিলেন আর তাই তিনি ঠিক করেন আমি যেন তার মেয়েকে পড়াই। আমিতো তখন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। স্নিগ্ধাও তখন কলেজে পড়াশোনা করে। আগে সুবলের মাধ্যমে আমরা চিঠি আদান প্রদান করতাম কিন্তু এখন মনের সব কথাই যে মন খুলে বলতে পারছি। এর থেকে আর কি চাওয়া থাকে। এভাবেই চলছিল সবকিছু। এদিকে স্নিগ্ধার কলেজ পড়া শেষ আর তার বাবাও তাকে বিয়ে দিবে বলে উঠে-পরে লেগেছেন। কিন্তু স্নিগ্ধা আমাকে বলল যে সে শহরে গিয়ে আরো পড়াশোনা করবে। আর এর মাঝেই যেন আমি ভালো কোন চাকরি করে নিজেকে সাবলম্বী করে তুলি। কারণ তার বাবা ভাল ছেলে খুঁজছেন যে তার মেয়েকে সুখে রাখবে। তো স্নিগ্ধা যেদিন শহরে চলে যাবে তার আগেরদিন আমার সাথে এইখানে একসাথে বসে বেশ কিছুক্ষণ সময় কথা বলে। সে বলেছে আমি যেন মন খারাপ না করি। আর সে যখন আবার ফিরে আসবে তখন যেন আমি ওর জন্য ঠিক এই জায়গায় অপেক্ষা করি। ওর পড়াশোনা শেষ করেই ও ওর বাবাকে বলে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবে বলেছিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎই আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্না করেছিল। আর শুধু বলছিল আমাকে খুবই মিস্ করবে। আমিও সেদিন আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। এই দেখ কি অবস্থা। সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার এখনও ওর কান্নারত মুখটা ভেসে ওঠে। এখন আবার চোখে জল এসে গেল। খুব কেঁদেছিল মেয়েটা। আমি তাকে কথা দিলাম যে আমি তার জন্য এই জায়গায় অপেক্ষা করব। পরের দিন যখন ও বাবার সাথে শহরে চলে যাচ্ছিল আমি তখন দূর থেকে ওকে দেখার জন্য ঐযে নিমগাছটা তার আড়ালে এসে দাঁড়াই। স্নিগ্ধা কিভাবে যেন বুঝে গেল আমি তাকে বিদায় দিতে এসেছি। আর সাথে সাথে সে ঐ নিমগাছের দিকে তাকাল। আমাকে দেখতেও পেল। তার বাবা সাথে থাকায় আমি আর কাছে যাইনি। কিন্তু দূর থেকেই হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাই। সেও নদী পারাপারের সময় আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানায়। মেয়েটা তখনও খুব কান্না করছিল। বারবার চোখ মুছছিল। আমি তাকিয়েই থাকলাম যতক্ষণ নৌকাটি দেখা যেতে লাগল।

তারপর কি হলো?

কিছুদিন যেতে না যেতে সুবল দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল যে স্নিগ্ধা নাকি আর নেই। ও মারা গেছে। বল তো দেখি এটা কেমন কথা। খুব মাথা গরম হয়েছিল সুবলের উপর। একটা চড়ও মেরেছিলাম ওকে। কিন্তু ও যেন দৃঢ় চিত্তে বলতে লাগল স্নিগ্ধা মারা গেছে। আমি ওর কথার কোন পাত্তা দিইনি। তাই তাড়াতাড়ি আমি এই ঘাটে এসে দাঁড়াই। কারণ আমি জানি স্নিগ্ধা আসবে। আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে ও। সুবল আমার পিছু পিছু আসে। সে বারবার বলতে থাকে, তুই কেন এমন করছিস

বন্ধু। স্নিগ্ধা আর নেই ও পরপারে চলে গেছে। কিন্তু আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি। কারণ আমার স্নিগ্ধা মরতে পারে না। আরে এই তো কিছুদিন আগে ওর সাথে আমার শেষ দেখা হল। ও শহরে চলে যাচ্ছে আর আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল। তার আগের দিন তো বলেইছে আমি যেন তার জন্য এই ঘাটে অপেক্ষা করি। সে ফিরে আসবে। তাহলে তুমিই বল কিভাবে একজন জলজ্যান্ত মানুষ মারা যায়। সুবল আরো যেন কিসব বানিয়ে বানিয়ে বলতে চেয়েছিল আমি তো ওকে কোন পাত্তাই দিই নি। কি দরকার ওর কথা শুনে। আমার স্নিগ্ধা আবার আসবে। আমার বুকে আসবে। আমি ওর জন্য অপেক্ষা করব।

আপনি কতদিন ধরে অপেক্ষা করছেন স্নিগ্ধার জন্য?

আমি তো জানি না। আমি শুধু জানি আমার স্নিগ্ধা আবার আসবে। ও যদি এসে দেখে আমি ওর কথা রাখিনি তাহলে মনে মনে কি কষ্টটাই না পাবে তুমিই বল। এই দেখ, তোমার সাথে কথা বলতে বলতে দিন পেরিয়ে গেল। আজ বোধ হয় আমার স্নিগ্ধা আসবে না। কাল নিশ্চয় আসবে। আজ বরং উঠি। তুমিও চলে যাও। যদি স্নিগ্ধাকে দেখতে চাও তো কাল আবার এখানে এসো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিব।

(নিতু হেঁটে চলেছে। তার কাছে এই নামটা যেন কেমন চেনা চেনা লাগছে। স্নিগ্ধা, এই নামটা যেন কোথায় শুনেছে কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছেনা। তার মনের মধ্যে কেমন যেন এক আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। সুবল নামে ঐ রহস্যময় মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তাহলেই জানা যাবে, কে সেই স্নিগ্ধা।

এই যে ভাই। এই যে। হ্যাঁ আপনি। আপনি তো সুবল তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো?

আমাকে চিনতে পারছেন না! আরে ঐ যে ঐদিন আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে নদীর ঘাটে বসা ঐ লোকটিকে নিয়ে মজা করছিলাম তখন আপনি এসে বললেন যে ওনাকে নিয়ে যেন মজা না করি। আমি তাদেরই একজন। চিনতে পেরেছেন?

অ্যাঁ, চিনতে পেরেছি কিন্তু ততটা নয়। তো বলুন কি দরকার। আর আপনি আমার নাম জানলেনই বা কিভাবে?

আপনার বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছি। সেটা বাদ দিন । তবে দয়া করে যদি একটু স্নিগ্ধার কথা বলতেন তাহলে বেশ উপকৃত হতাম।

ও, তাহলে এই ব্যাপার। আচ্ছা আপনি কতটুকু জানেন স্নিগ্ধার ব্যাপারে?

আপনার বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু আপনার বন্ধু বলল যে আপনি নাকি তাকে বলেছেন যে স্নিগ্ধা মারা গেছে। কিন্তু তিনি তা বিশ্বাস করেন না। মানেটা কি? যদি একটু খুলে বলতেন।

আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে প্লিজ আসুন আমার সাথে। আপনাকে একটি জিনিস দেখাব। চলুন আমার বাড়ি।

ঠিক আছে, চলুন।

এই যে এটা নিন। এই পত্রিকাটি পড়ুন একবার।

আরে এটা তো গত তিন বছর আগের পত্রিকা!

আহা, তার জন্যই তো বলছি এটা একবার পড়ুন।

নিতু পড়তে লাগল সেই তিন বছর আগের এক কালো ইতিহাস।

(নদীর পাড়ে এক তরুণীর লাশ

গত চার দিন আগে নদীর পাড়ে এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের মতে, আনুমানিক দুপুরে কিছু লোক নদীতে স্নান করতে আসে। হঠাৎ তারা দেখতে পায় নদীতে একটি লাশ উপুড় হয়ে ভেসে রয়েছে। তারা খুবই ভয় পায় এবং তাৎক্ষণিক পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে লাশটিকে পাড়ে নিয়ে আনে। লাশটি একদম পচে গলে যাওয়ার অবস্থা। তাই লাশটির পরিচয় কেউ চিহ্নিত করতে না পারায় পুলিশ লাশটিকে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পরে জানা যায় যে লাশটি পাশের গ্রামের চেয়ারম্যানের মেয়ে স্নিগ্ধার। লাশটির দুহাত পিছনে বাধা অবস্থায় এবং গলায় ধারাল অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়। এছাড়া শরীরে আরো ক্ষত চিহ্ন পাওয়া যায়। তাছাড়া এও জানা যায় যে অজ্ঞাত কিছু মানুষ নামক পশু দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার পর স্নিগ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়। তবে কে বা কারা এই অমানবিক কাজ করেছে তা নিশ্চিত করা যায়নি। পুলিশ তার কাজ যথাযথভাবে চালিয়ে যাচ্ছে অপরাধীদের ধরার জন্য।)

নিতু যেন আর কিছু বলতে পারছে না। এখন তার মনে পরে গেল স্নিগ্ধার কথা। হ্যাঁ, সেই তিন বছর আগে সে স্নিগ্ধার কথা শুনেছিল। খুব ভয়ও পেয়েছিল সে। আবারো সে তার মনে সেই ভয়ের আভাস পেতে লাগল।

স্নিগ্ধা যেদিন শহরে চলে যাচ্ছিল সেদিনই এই ঘটনাটা ঘটে। স্নিগ্ধা ও তার বাবা নদী পার হয়ে ওপারে যায় কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে যায়। এমনিতেই নির্জন এলাকা তার উপর তারা তখনও বড় রাস্তায় উঠেনি, হঠাৎ কিছু জানোয়ার এসে তাদের উপর জোর খাটায়। স্নিগ্ধার বাবাকে ওরা মেরে খুবই খারাপ অবস্থা করে ফেলে। ওর বাবা মুহূর্তে জ্ঞান হারায়। আর এদিকে ঐ নরপশুরা স্নিগ্ধাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় আর লাঞ্চিত করে। শেষে তো মেয়েটাকে পাশবিক নির্যাতন করে মেরেই ফেলল। ওরা স্নিগ্ধাকে মেরে নদীতে ফেলে দেয়। স্নিগ্ধাকে মারার ঠিক তেরো দিনের মাথায় পুলিশ ওর লাশ উদ্ধার করে। কিন্তু এখনো ঐ জন্তু-জানোয়ারদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

স্নিগ্ধার বাবার কি হয়েছিল?

স্নিগ্ধার বাবাকে ওরা মেরে হাত ও পা ভেঙ্গে দিয়েছিল। তার বাবা পুরো চার মাস হাসপাতালে ছিলেন। এদিকে আমার বন্ধুকে যখন খবরটা দিলাম, সে তো কিছুতেই বিশ্বাস করল না কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেল। খুবই আঘাত পেয়েছিল মনে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস মিশে ওর মনটাকে পুরো ধ্বংস করে ফেলেছে।

আচ্ছা, আপনার বন্ধু কি প্রতিদিনই এভাবেই নদীর পাড়ে এসে বসে অপেক্ষা করে?

হ্যাঁ। সেই তিন বছর থেকেই ও অপেক্ষা করে আসছে। যার কোন প্রহরই নেই। সকালে আসে সন্ধ্যায় চলে যায়। ওর বিশ্বাস, স্নিগ্ধা আসবে। তাই এই অজানা অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

আচ্ছা, আপনার বন্ধুর নামটা তো জানা হলো না!

নামটা কি জানা খুব জরুরি? থাক না কিছু নাম ইতিহাসের অন্তরালে। ৯০

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

মিল্টন রোজারিও

বারবার দরজায় করাঘাত বলছে
একটি কবিতা চাই
একটি উপযুক্ত কবিতা চাই,
মূর্ছাগত কবি অকৎসাৎ সম্বিত ফিরে পায়
বলে, কবিতারা আজ হতভম্ব
কবিতারা আজ মৃত যুদ্ধ বিমানের আঘাতে!

এখন কোন কবিতা লেখা হবে না
এখন কবিতার কোন ভাষা নেই
এখন কবিতার শিশুরা সব কিংকর্তব্যবিমূঢ়,
এখন শুধু ফুলের মত শিশুদের
উদ্ধারের পালা বাঁচানোর পালা
খাতা নয়, কলম নয়,
টেবিল নয়, চেয়ার নয়
চাই শুধু এ্যাম্বুলেন্স, এ্যাম্বুলেন্স, এ্যাম্বুলেন্স,
এই সব তাজা তাজা ফুলের মত শিশুদের
জীবন বাঁচানোর কবিতা লেখা হবে
হসপিটালে!

মাইলস্টোন বাগানের ফুল ছিল ওরা
কোন ঝড় নয়, টর্নেডো নয়, সাইক্লোন নয়
এক যুদ্ধ বিমান এসে চোখের নিমিষে
ওদের ধ্বংস করে দিয়ে গেছে
তাৎক্ষণিক কেঁড়ে নিয়ে গেছে
অগণিত প্রাণ,
কেউ বলতে পারে না অগ্নিদহণে
ঝলসে আছে আরো কত কত জান!

সন্তান হারা মায়েরা আজ
দিশেহারা ঘুরে স্কুল প্রাঙ্গনে
বুকফাঁটা চিৎকারে ডাকে....খোকা .....
মানিক আমার সোনা কোথায় রে
আয় রে আয় মানিক আমার বুকে!!
বাবারা সব মুক হয়ে হতভম্ভ থাকে বসে
সুধী সমাজ বাকরুদ্ধ
চেয়ে দেখে সব চলে এক কঠিন নিয়ন্ত্রণে
গোটা জাতি ভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় নেত্রে!!

ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

(স্কুল এন্ড কলেজ)

EIIN: ১০৭৯৮৪ Code: ১০৮৪

২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি!

❖ বিজ্ঞান : জিপিএ ৪.০০
❖ ব্যবসায় শিক্ষা: জিপিএ ৩.৫০

১০-১১ গ্রিন স্কোয়ার, গ্রিন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ওয়েবসাইট: www.ywca.edu.bd
ইমেইল: ywcaschool1967@gmail.com
ফোন: ২২৩৩৬৩৬৩৭, ০১৭৪৯৮৫২০৪৬

জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের অর্ধ বেতনে পড়ার এবং কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের থাকার সু-ব্যবস্থা (হোস্টেল) রয়েছে।
(প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনে আবেদনের সু-ব্যবস্থা রয়েছে)

YWCA

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী ভর্তির আবেদন করতে হবে।

বিজ্ঞ/১৫৫/২৫

JAPAN & SOUTH KOREA
STUDY & WORK VISA

JAPAN
Student Visa: (1) Japanese Language Visa
(2) English-track Academic Student Visa
Work Permit Visa: Caregiver & Agriculture Visa/মাত্র ৭,৫০,০০০/ টাকা
Construction Visa/মাত্র ৫,৫০,০০০/ টাকা
(সব খরচ উপরোক্ত টাকার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে)

S.KOREA
Student Visa: HSC পাশ হলেই চলবে।
Korean Language Track: No IELTS
English Language Track: MIN.IELTS-5.5

Visit Visa:
USA \ UK \ Canada \ Australia \ Japan & India

একই সাথে-USA/Canada/UK/Australia/New Zealand/Austria/Italy /Norway/ Denmark/Sweden/Finland/Malta-তে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং চলছে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

আগ্রহী প্রার্থীগণ আজই যোগযোগ করুন :
+8801901-519721
+8801901-519722
+8801901-519725

ঠিকানাঃ গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি, বাড়ি # ১১ (৩য় তলা), রোড # ২/ই, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপ সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত 22 বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

@globalvillageacademybd
WWW.globalvillagebd.com
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৫৬/২৫

Employment Notice

Applications are invited from qualified Christian candidates for the post of **Hostel Super (Male)** at Bangladesh Christian Student's Hostel.

For Details Contact : hrdbcshr@gmail.com
Job Title : Hostel Super (Male)
Job Location : Asad Avenue, Mohammadpur Dhaka-1207
Position : 01
Age : 40 to 55 Years
Salary : Negotiable
Time of Deployment : Immediate
Employment Status : Full Time

Job Description: The Hostel Super (Male) is responsible for the overall management, discipline, and welfare of students residing in the campus hostel. The role requires maintaining a safe, clean, and conducive living environment while ensuring adherence to hostel rules and institutional policies.

Qualification: Bachelor's degree in any discipline (Master's preferred).

Key Job Responsibilities:

- Oversee daily operations of the hostel, including cleanliness, discipline, and maintenance.
- Oversee admissions, hostel admin tasks, and submit regular reports.
- Enforce hostel rules and report any disciplinary issues to the Hostel Management Committee administration.
- Ensure safety, security, and well-being of hostel residents at all times.
- Maintain records of student allotments, attendance, late entries, and leave permissions.
- Address student grievances and provide guidance and support on personal or academic concerns.
- Coordinate with security, housekeeping, maintenance, and medical teams to manage hostel needs.
- Manage mess operations and respond to emergencies, including off-hours.
- Counseling students as and when necessary.
- Monitor and manage hostel inventory, including furniture, appliances, and supplies.
- Organize and supervise hostel events, meetings, and orientation programs.
- Flexible and matured approach with ability to work unsupervised.
- Excellence proficiency in MS-Word, MS-Excell, MS-Power Point, Bangla Typing (Bijoy 52).
- Maintain good communication with Management Committee, Concern Parish priest/ Pastors / parents/guardians when required.
- Other duties and responsibilities as assigned from time to time.

Qualified Christian candidates are requested to send their complete CV along with all a forwarding letter, copies of academic certificates, names of two (2) references, two copies of passport size photographs send to undersigned latest by July 31, 2025.

Chairman
Management Committee
Bangladesh Christian Student's Hostel
Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207

বিজ্ঞ/১৫৩/২৫

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত
৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
কোড: ৫০০১২৩, EIIN-১৩২৩০৯

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
(কারিতাস অঞ্চল ভিত্তিক)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর নির্দেশনা মোতাবেক মট্‌স এর ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের (২২তম ব্যাচ) কার্যক্রম শুরু হবে। কারিতাসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাসের কর্ম এলাকা, ধর্মপল্লী ও আদিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আংশিক স্টাইপেন্ড সহকারে অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল ও সিভিল টেকনোলজিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহের কোটা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী নীতিমালা অনুসারে বাছাই করা হবে। এ বিষয়ে আগ্রহী প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে আগামী **১৪ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে আবেদন করতে অনুরোধ করা হলো।

-: কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে যোগাযোগের ঠিকানা :-

আঞ্চলিক পরিচালক **কারিতাস বরিশাল অঞ্চল** সাগরদি, বরিশাল - ৮২০০ ফোন: (০৪৩১)৭১৬১৯ মোবা: ০১৭১৯-৯০৯৪৮৬	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল** ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পুর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ফোন: (০৩১)৬৫০৬৩৩ মোবা: ০১৮১৭-৭১০১৭৯	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস ঢাকা অঞ্চল** ১/সি-১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২ ঢাকা-১২১৬ ফোন: +৮৮০-২-৯০০৭২৭৯ মোবা: ০১৯৫৫-৫৯০৬৫৫	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল** পশ্চিম শিবরামপুর পি. ও.বক্স-৮ দিনাজপুর - ৫২০০ ফোন: (০৫৩১) ৬৫৬৭৩ মোবা: ০১৭১২-৫৬৭৩৪৪
আঞ্চলিক পরিচালক **কারিতাস খুলনা অঞ্চল** খুলনা - ৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭২২৬৯০ মোবা: ০১৭১৮-৪০৪৩৮২	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল** ১৫ ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ - ২২০০ ফোন: (০৯১) ৬১৭৯৩ মোবা: ০১৮৩৩-৯৯১৩০৫	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল** পি.ও. বক্স-১৯ মহিশবাথান, রাজশাহী - ৬০০০ ফোন: (০৭২১) ৭৭৪৬১০ মোবা: ০১৭৫৫-৫৪৮০৮২	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস সিলেট অঞ্চল** সুরমাগেট খাদিমনগর সিলেট - ৩১০৩ ফোন: (০৮২১) ২৮৭০০৫১ মোবা: ০১৮১৮-১৩৮১৬৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবেদন করার নিয়ম :

১. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জি.পি.এ. ৩.০০ (সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য) - ২০২৩ থেকে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ।
২. সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র।
৩. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের ২ কপি রঙিন ছবি।
৪. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষা পাশের নম্বরপত্র অথবা অন-লাইন কপি, প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র ও জন্মনিবন্ধন এর সত্যায়িত ফটোকপি।
৫. পিতা ও মাতার পাসপোর্ট আকারের ১ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও মোবাইল নম্বর।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র আঞ্চলিক কোটায় যারা ভর্তি হয়ে মট্‌স ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া সাধারণ অর্থাৎ অনাবাসিক (বাইরে অবস্থান করে) শিক্ষার্থী হিসেবে উপরোক্ত যে কোন টেকনোলজিতে মট্‌স এ পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী ভর্তির জন্য সরাসরি অথবা অনলাইনে মট্‌স এর সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)
মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৩২৯-৬৩৯৫২১, ০১৩২৯-৬৩৯৫২২, ০১৩২৯-৬৩৯৫২৩
E-mail: general@mawts.org, mte@ mawts.org, Website : www.mawts.org

বিজ্ঞ/১৫৭/২৫

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

উত্তরার মাইলস্টোন ক্যাম্পাসে বিধ্বস্ত প্রশিক্ষণ বিমান: মাইলস্টোন ট্রাজেডি

বিস্মিত, শোকাবহ আপামর জনগণ ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ

২১ জুলাই, ২০২৫। দুপুর ১টা ১৫ মিনিট। রাজধানীর উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরের মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দোতলা ভবনে আছড়ে পড়ে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের একটি প্রশিক্ষণ বিমান। মুহূর্তেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে, আগুনে পুড়ে ও চাপা পড়ে প্রাণ হারায় স্কুলের ২৫ জন শিশু শিক্ষার্থীসহ অন্তত ৩১ জন। আহত হন আরও ১৭০ জনের বেশি (এই লেখনি লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত), যাদের অধিকাংশই এখনো ঢাকা মেডিকেল, শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউট, ও উত্তরের একাধিক হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। অনেকে দগ্ধ, কেউ কেউ শ্বাসনালিতে ক্ষত নিয়ে কথা বলারও অবস্থায় নেই। এই মুহূর্তে জাতি একটি গভীর শোক, হতাশা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে নানা দুর্যোগ-দুর্ঘটনা আমরা দেখেছি; কিন্তু নিরপরাধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদে বসে থাকা কোমলমতি শিশুদের উপর এমন মৃত্যু এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমন নির্মমতা কেউ কল্পনাও করেনি।

উল্লেখ্য, গত ২১ বছরে (২০০৫-২০২৫) বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ২৬টি বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এর বেশির ভাগই প্রশিক্ষণ চলাকালে দুর্ঘটনার শিকার। তবে সর্বশেষ সোমবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রাজধানীর দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দোতলা একটি ভবনে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এফটি-৭ বিজিআই বিমান দুর্ঘটনাটি সবচেয়ে ভয়াবহ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিমান বিধ্বস্তের দুর্ঘটনার ভয়াবহতা

মাইলস্টোন কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাহিম হোসেন ও তারিকুল ইসলাম বলেন, চোখের সামনে মাত্র ১০ ফুট দূরে যুদ্ধবিমান আছড়ে পড়ে। বিমানটি আমাদের কলেজের দোতলা ঘেঁষে নিচের দিকে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ভবনটির নিচতলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুনের ভয়াবহতা এতই তীব্র ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা নেভানো সম্ভব ছিল না। চায়ের দোকানি রোজিনা আক্তার বলেন, আমরা ঘটনাটি দেখে দৌড়ে গিয়ে দেখি ঝলসানো অবস্থায় বাচ্চারা দৌড়াচ্ছে আর তারা 'মা-মা, বাবা-বাবা' বলে কাঁদছে। প্রত্যক্ষদর্শী জেরিন আহমদ জানান, দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। তিনি বলেন, ভবনটির নিচতলার ভেতরের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। এইচএসসি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আরিফ জানান, হঠাৎ পাশের বিল্ডিংয়ের নিচতলায় প্লেন বিধ্বস্ত হতে দেখি। সেখানে জুনিয়র শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলছিল। বিকট শব্দের পর পুরো এলাকায় আগুন ধরে যায়। বিল্ডিং থেকে শিক্ষার্থীদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। নুর ইসলাম নামের আরেক শিক্ষার্থী জানান, 'আমি একটি বিল্ডিংয়ের সপ্তম তলায় ক্লাসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। দেখি সবাই ভয়ে কান্না করছে। বের হয়ে দেখি আমাদের অনেক ভাই-বোন নেই। কেউ কেউ পোড়া অবস্থায় দৌড়াচ্ছে আবার কেউ কেউ মাটিতে পড়ে আছে।' অটোচালক মিজান বলেন, 'এক জায়গায় দেখি ১০-১৫টা বাচ্চা পইড়ে রইছে। তাদের উদ্ধার করার কোনো উপায় আমাদের ছিল না। যেসব বাচ্চাদের বের করা হয়েছে, তারাও সব পুড়ে গেছে। জামা-কাপড় ব্যাগ সব পোড়া।' দুর্ঘটনাস্থলে বহু মানুষ ভিড় করায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের ভিড় সামলাতে দেখা যায়।

উত্তরায় বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় বেঁচে নেই পাইলটও

মাইলস্টোন স্কুলের কাছে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত পাইলট ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ তৌকির ইসলাম সাগর। তিনি বিমানটিকে ঘনবসতি এলাকা থেকে জনবিরল এলাকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিমানটি মাইলস্টোন কলেজের একটি ভবনে বিধ্বস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হন। তৌকির রাজশাহীর ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেখানে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখার পর তিনি পাবনা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হন। পরে তিনি ২০১৭ সালে বিমানবাহিনীতে যোগদান করেন। মাত্র এক বছর আগে বিয়ে করেন তৌকির। তার স্ত্রী একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সোমবার প্রথমবারের মতো কো-পাইলট ছাড়াই আকাশে একা উড্ডয়ন করেন তিনি। বিমান সংশ্লিষ্টরা জানান, সোমবার তৌকির ইসলাম একটি এফ-৭ প্রশিক্ষণ বিমান নিয়ে ঢাকার কুর্মিটোলা পুরোনো এয়ারফোর্স বেস থেকে উড্ডয়ন করেন। এরপর উত্তরা, দিয়াবাড়ি, বাড্ডা, হাতিরঝিল, রামপুরা এলাকার আকাশে দীর্ঘ সময় বিমান চালান। একপর্যায়ে উত্তরা এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি টের পান। দ্রুত তিনি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সাহায্য চেয়ে বলেন, বিমান আকাশে ভাসছে না। মনে হচ্ছে বিমান দ্রুত নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। এ সময় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে তাকে দ্রুত ইজেক্ট করতে বলা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তিনি বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর দেড় মিনিটের মাথায় বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ে আগুন ধরে যায়।

রাষ্ট্রপতি-প্রধান উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন দলের শোক

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এক ভিডিও বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যারা আহত হয়েছেন আমরা তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়া প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য, বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গভীর শোক জানিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

এ ঘটনায় মঙ্গলবার (২২ জুলাই) একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়, শোক পালনের উদ্দেশ্যে দেশের সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

বিশ্ব নেতৃবর্গের শোকবার্তা

কাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার (২২/৭) পাঠানো এক টেলিগ্রামে এই শোক জানিয়েছেন তিনি। বার্তায় পোপ মহোদয় বলেন, এ ঘটনা তাঁকে 'গভীরভাবে মর্মাহত' করেছে। 'হলি সি'র সেক্রেটারি অব স্টেট কার্ডিনাল পিয়েত্রো পারোলিনের স্বাক্ষর করা বার্তায় বলা হয়, পোপ চতুর্দশ লিও 'নিহতদের

সর্বশক্তিমানের করুণাময় ভালোবাসার কাছে সমর্পণ করছেন।' নিহত ব্যক্তিদের 'শোকাহত পরিবার ও বন্ধুরা যেন সান্ত্বনা লাভ করেন এবং আহতরা যেন আরোগ্য ও প্রশান্তি পান, সে জন্য প্রার্থনা করেছেন' পোপ।

জাতিসংঘের ঢাকা অফিস তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে এক পোস্টে লিখেন, ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি জাতিসংঘ আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছে। আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, বহু শিশুসহ বেশ কয়েজনের মৃত্যু এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছে। জাতিসংঘ নিহতদের পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। এ দুঃখজনক দিনে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে (dhakamail.com)।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন সোমবার (২১ জুলাই) এক শোকবার্তায় জানায়, ইইউ প্রতিনিধিদল এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য গভীরভাবে শোকাহত। 'আমাদের হৃদয় ক্ষতিগ্রস্তদের, তাদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত সকলের সাথে আছে' (The Daily Ittefaq+1dhakamail.com+1)।'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, "Many of them young students... India stands in solidarity with Bangladesh and is ready to extend all possible support."

ঢাকায় নিযুক্ত জাপানি চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স নাওকি তাকাহাশি বলেন, "We stand in solidarity… Our thoughts are also with the bereaved families." (bonikbarta.com)।

এছাড়াও চীন, পাকিস্তান, সুইজারল্যান্ড, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশ এ কঠিন অবস্থায় বাংলাদেশের পাশে আছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।

২০ শিশুকে বাঁচিয়ে না ফেরার দেশে শিক্ষিকা মাহেরীন

রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সমন্বয়ক মাহেরীন চৌধুরী দগ্ধ শরীর নিয়ে ২০ শিশুকে বাঁচিয়ে তিনিও না ফেরার দেশে চলে গেলেন। ক্যাম্পাসে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় যখন শোকের মাতম, তখন এক শিক্ষিকার আত্মত্যাগের গল্প উঠে এসেছে, যা সবাইকে স্তম্ভিত করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও উদ্ধারকর্মীরা জানান, বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পর যখন আগুন ও ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে যায়, তখন শিক্ষক মাহেরীন নিজের জীবন বাজি রেখে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে শুরু করেন। তিনি দ্রুততার সঙ্গে আতঙ্কিত শিশুদের বের করে আনেন। তার প্রচেষ্টায় অন্তত ২০ শিক্ষার্থী অক্ষত বা সামান্য আহত অবস্থায় ভবন থেকে বের হতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে মহীয়সী শিক্ষিকা নিজে আটকা পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারান।

উত্তরায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের কবরস্থানের জায়গা ঠিক করে দিলেন প্রধান উপদেষ্টা

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের কবর দেওয়ার জন্য জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। পোস্টে বলা হয়েছে, বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের কবরস্থানের জন্য মাইলস্টোন স্কুলের কাছের উত্তরা ১২ নম্বরের সিটি করপোরেশনের কবরস্থানে জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষায় পরবর্তী সময়ে এ কবরস্থান সংরক্ষণ করা হবে বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়।

বার্ন ইউনিটে ঘোর কাটছে না স্বজনদের

ছোট্ট জীবন, ছোট্ট দেহ বিধ্বংসী আগুনে পোড়া যন্ত্রণার সঙ্গে লড়তে পারে না। ৮ থেকে ১৩ বছর বয়সি শিশুরা প্রায়ই হেরে যাচ্ছে। চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার (২২/৭) সরেজমিন হাসপাতালটি ঘুরে দেখা গেছে, ওয়ার্ড থেকে আইসিইউ জুড়ে স্বজনদের ছোটাছুটি । স্বজনরা কখনো বারান্দায়, কখনো কাঁচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছেন, দগ্ধ প্রিয় মানুষটি কেমন আছে দেখার জন্য। সঙ্গে বাড়ছে হা-হুতাশ। হাসপাতাল চত্বর ঘিরে শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ আর্তনাদ করছেন, কেউ রক্ত দিতে ব্যাকুল হয়ে উঠছেন। কেউ কেউ নির্ধারিত বুথে রক্ত দান করছেন। কেউ ভেতরে ঢুকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। অনেকের আত্মীয়-স্বজনরা দগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু, দগ্ধ শিশুদের সুচিকিৎসায় যাতে ইনফেকশন না ছড়ায়, সেজন্য স্বজনদের প্রবেশ সীমিত করে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতাল বারান্দা জুড়ে স্বজনদের আর্তনাদে পরিবেশ ভারি হয়ে উঠছে। কেউ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছেন। পানি গড়িয়ে নামছে দুচোখ দিয়ে। কেউ ব্যান্ডেজ করা শিশুকে কোলে নিয়ে কেঁদে চলেছেন অঝোরে। কেউ আর্তনাদ করছেন শিশুর রক্তমাখা ব্যাগ, টিফিন বাক্স আঁকড়ে। কে, কাকে সান্ত্বনা দেবেন? চিকিৎসক নার্স মিডিয়াকর্মী তো বটেই, অচেনা লোকজনও একসঙ্গে এত শিশুর দগ্ধ শরীর দেখে, লাশ দেখে ভারাক্রান্ত, শোকে স্তব্ধ। মঙ্গলবার ভোর থেকে শিশুদের মৃতদেহ আগলে হাহাকার চলছিল হাসপাতালে। হাসপাতালে যাওয়ার পরেও অনেকেই কান্না থামিয়ে ফুঁসছিলেন। তাদের ক্ষোভের তীর ছিল জীবন নিরাপত্তার প্রশ্নে। সন্তানরা কি স্কুলেও নিরাপদ নন!

বিমান বিধ্বস্তের কারণ অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ

প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমানটির দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার (২২/৭) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। একইসঙ্গে হতাহতদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে রুল জারি করেছেন আদালত।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল, অ্যাডভোকেট ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শফিকুর রহমান, তানিম খান, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ইকরামুল কবির ও মো. ঈসা।

এর আগে রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিধ্বস্ত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীসহ বহু হতাহতের ঘটনায় কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি ও ঢাকাসহ দেশের সব জনবহুল এলাকায় ত্রুটিপূর্ণ বিমান এবং যুদ্ধবিমান উড্ডয়নের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে রিট দায়ের করা হয়।

লজ্জাজনক কিছু ঘটনা

বিমান দুর্ঘটনায় কোমলমতি শিশুরসহ আরো অনেকে যখন দগ্ধ হয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে তখন কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের ভিউ বাড়ানোর দৌপে শিক্ষার্থীদের সহায়তা না করে ভিডিও করতে থাকেন। যা অমানবিক, অগ্রহণীয় ও লজ্জাজনক। পানির প্রচণ্ড প্রয়োজন দেখা দিলে দোকানী পানির দাম বাড়িয়ে দেন বহুগুণ। একই কাজ করেছে রিক্সাচালক ও সিএনজি চালকেরাও। রাজনৈতিক কিছু নেতৃবর্গও অযথা বহু নেতাকর্মী নিয়ে গিয়ে আহতদের দেখতে গিয়ে অবিবেচকের কাজ করেছেন। জাতি যখন বিমর্ষ, রাষ্ট্র যখন শোক পালন করছে তখন আন্তজার্তিক খেলা আয়োজন ও স্ফূর্তি করাকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি।

যে ৬ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করছেন মাইলস্টোন শিক্ষার্থীরা

নিহতদের সঠিক নাম-তথ্য প্রকাশ, নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়াসহ ৬ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করছেন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (২২/৭) সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে জড়ো হয়ে তারা বিক্ষোভ করছেন। এসময় তারা উই ওয়ান্ট জাস্টিস, আহতদের সম্পূর্ণ ও নির্ভুল তালিকা, নিহতদের সঠিক নাম ও তথ্য প্রকাশ চেয়ে নানা স্লোগান দেন।

শিক্ষার্থীদের ৬ দফা দাবি হলো-

১. নিহতদের সঠিক নাম ও তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

২. আহতদের সম্পূর্ণ ও নির্ভুল তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

৩. শিক্ষকদের গায়ে সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাত তোলার ঘটনায় জনসমক্ষে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।

৪. নিহত প্রতিটি শিক্ষার্থীর পরিবারকে বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫. বিমানবাহিনীর ব্যবহৃত ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো প্লেনগুলো বাতিল করে আধুনিক প্লেন চালু করতে হবে।

৬. বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিবর্তন করে আরও মানবিক ও নিরাপদ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

এদিকে সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। আইন উপদেষ্টা শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরও পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। শিক্ষার্থীরা এসময় ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দিতে থাকেন। শিক্ষার্থীরা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দেন। পুলিশকে এসময় লক্ষ্য করে জুতা ও প্লাস্টিক বোতল নিক্ষেপ করেন।

উত্তরায় ঘটে যাওয়া এই ভয়াবহ বিমান বিধ্বস্তে নিহত শিশু, শিক্ষক ও পাইলটকে ঘিরে সারা বিশ্ব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক তথা আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ পর্যায়ক্রমে শোক ও সমবেদনা জানিয়ে সহযোগিতার প্রতিজ্ঞা করেছেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ছাত্র সমাজের প্রতিক্রিয়াও সভ্যতার আদর্শ হয়ে উঠছে - এমন অনাকাঙ্খিত ঘটনা যেন আর কোথাও না ঘটে। সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ: দ্রুত, স্বচ্ছ ও কার্যকর প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যাতে দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ হয় এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও জনগণের আস্থাও যেন অবিচল থাকে।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে: জেভিয়ার রোজারিও

আলোচিত সংবাদ

করোনা ঠেকাতে ঢাকা বিমানবন্দরে নেই কার্যকরী পদক্ষেপ

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন, "বিমানবন্দর হলো ভাইরাস প্রবেশের মূল পথ। অতীতে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে অব্যবস্থাপনার কারণে বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল। এখন যদি আবার সেই উদাসীনতা দেখা দেয়, তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।" এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিমানবন্দর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক কর্মকর্তা বলেন, "এখনো পর্যন্ত নতুন কোনো নির্দেশনা আসেনি। তবে পরিস্থিতি খারাপ হলে হয়তো আবার কড়াকড়ি শুরু হবে।"

এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। তবে মন্ত্রণালয় ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বাস্তবায়নে দেখা দিচ্ছে গড়িমসি। সচেতন মহল বলছে, করোনা হালকা হলেও এটি পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। তাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবিলম্বে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদিও সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে কম, তবুও আগাম সতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

তথ্যসূত্র: *https://www.ittefaq.com.bd/740347/%*

পাকিস্তানকে হারিয়ে ঐতিহাসিক সিরিজ জয় টাইগারদের

বাজে শুরুর পর দলের হাল ধরলেন জাকের আলি অনিক ও মাহেদি হাসান। তাদের দারুণ জুটির পর দলকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে ফিফটি পূর্ণ করেন জাকের। দলকে এনে দেন লড়াকু সংগ্রহ। এই রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তানের শুরুটাও হয় একইভাবে। শেষদিকে ফাহিম আশরাফ চেষ্টা চালালেও ব্যর্থ হন। দারুণ জয়ে সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ। তিন ম্যাচে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ পাকিস্তানকে ৮ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে টাইগাররা। সঙ্গে গড়েছে ইতিহাসও; প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের বিপক্ষে এই সংস্করণে সিরিজ জিতেছে স্বাগতিক এই দল। মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে সবগুলো উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। যা তাড়া করতে নেমে সবগুলো উইকেট হারিয়ে ১২৫ রানের বেশি করতে পারেনি পাকিস্তান।

তথ্যসূত্র: *https://banglanews24.com/cricket/news/bd/1559721.*

যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল এবং সিরিয়া

সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলার পর এবার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছেন ইসরায়েল এবং সিরিয়ার শীর্ষ নেতারা। শুক্রবার তুরস্কে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত টম ব্যারাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার সব পক্ষকে অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানিয়েছেন। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি বলেন, আমরা দ্রুজ, বেদুইন এবং সুন্নিদের অস্ত্র সমর্পন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সঙ্গে মিলে প্রতিবেশিদের সঙ্গে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে একটি নতুন এবং ঐক্যবদ্ধ সিরিয়ান পরিচয় গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। গত বুধবার, সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে দেশটির সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন স্থানে বড় ধরনের হামলা চালায় ইসরায়েল। গত ১৩ জুলাই দ্রুজ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একজন ব্যবসায়ীকে অপহরণের খবর প্রকাশ হতেই দক্ষিণ সিরিয়ায় দ্রুজ মিলিশিয়া ও সুন্নি বেদুইন যোদ্ধারা মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এর দুদিন পর অর্থাৎ ১৫ জুলাই ইসরায়েল এ বিষয়ে সামরিক হস্তক্ষেপ করে এবং দাবি করে যে তাদের সেনাবাহিনী দ্রুজ জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের মতে, রোববার থেকে সিরিয়ার সুইদা প্রদেশে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩৫০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জানা যায়, দ্রুজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সুইদা প্রদেশে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসে দ্রুজ যোদ্ধা ও সিরিয়ার নতুন নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে বহু মানুষ হতাহত হন।

তথ্যসূত্র: *https://www.jagonews24.com/international/news/1037435*

গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা

প্লাবন স্কট গ্রেগরী

একদিন একদল ব্যাঙ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে একটি গভীর গর্ত ছিল। হঠাৎ একটি ব্যাঙ দলছুট হয়ে সেই গর্তে পড়ে গেল। ব্যাঙটি ছিল বৃদ্ধ এবং কানে শুনতে পেতো না। তার সঙ্গী ব্যাঙেরা গর্তের ধারে এসে বলাবলি করতে লাগল– "একে তুলে আর কী হবে, সে তো আর বাঁচবে না। থাকুক পড়ে", বলেই তারা চলে গেল। এর কিছুক্ষণ পর আরেকদল ব্যাঙ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা শুনতে পেল, কেউ একজন নিচ থেকে কান্না করছে। তারা কাছে গিয়ে দেখল, এক ব্যাঙ গর্তে পড়ে কাঁদছে। তখন তারা বলল, "তুমি আর উঠতে পারবে না, চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই", কিন্তু ব্যাঙটি তখন লাফাতে শুরু করল। তারা যতই বলছিল, "তুমি উঠতে পারবে না", সে ততই জোরে জোরে লাফাতে লাগল। আসলে সে বুঝতেই পারছিল না তারা কী বলছে, কারণ সে কানে শুনত না। সে মনে করল তারা তাকে উৎসাহ দিচ্ছে– "আরও জোরে লাফ দাও!" ফলাফলস্বরূপ, একসময় সে দৃঢ় চেষ্টা আর আত্মবিশ্বাসের জোরে গর্ত থেকে উপরে উঠে এলো।

এই গল্প থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা পাই– জীবনের পথে নানা বাঁধা-বিপত্তি আসবে, মানুষ অনেক সময় নেতিবাচক মন্তব্য করবে, আমাদের থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেইসব কথা শুনে যদি আমরা হতাশ না হয়ে নিজের উপর বিশ্বাস রাখি এবং এগিয়ে যেতে থাকি, তাহলে একদিন নিশ্চয়ই আমরা সফল হব। কখনো কখনো, নেতিবাচক কথাগুলোও যদি আমরা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করি, তাহলে তা আমাদের এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে পারে। নিজের লক্ষ্য, আত্মবিশ্বাস ও চেষ্টা থাকলে কোনো গর্তই আমাদের আটকে রাখতে পারে না।

মূলভাব: "নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করো, অন্যের কথায় নয়; তাহলে গন্তব্য বেশি দূরে নয়।"

ধাঁধা

১. কোন জিনিসের একটা মুখ আছে, দু'টো হাত আছে কিন্তু কোনো পা নেই?

২. তোমার টাকা দ্বিগুণ করার সহজ উপায় কী?

৩. কোন জিনিসের বুড়ো আঙুল আছে, সাথে চারটা আঙুলও আছে; কিন্তু জিনিসটা জীবিত নয়।

৪. ব্যবহার করার জন্য কোন জিনিসটাকে ভাঙতেই হবে?

৫. কোন জিনিসের ঘাড় আছে কিন্তু মাথা নাই?

৬. কোন জিনিস শুকায় আবার ভেজার জন্য?

৭. কোনটা চলে যায় কিন্তু আর ফিরে আসে না?

৮. কোন জিনিসটা তোমার কিন্তু তোমার চেয়ে অন্য মানুষেই বেশি ব্যবহার করে?

৯. সবারই এটা আছে আর কারোই এটা হারানোর উপায় নেই। কী সেটা?

১০. লক্ষ বছর ধরে থাকলেও এটিকে একটানা এক মাসের বেশি দেখি যায় না। কী নাম তার?

উত্তর:

(১) ঘড়ি। (২) আয়নার সামনে ধরো, তাহলেই দ্বিগুণ দেখাবে! (৩) দস্তানা/হাতমোজা। (৪) ডিম। (৫) বোতল। (৬) তোয়ালে। (৭) তোমার বয়স। (৮) তোমার নাম। (৯) নিজের ছায়া। (১০) চাঁদ।

তথ্যসূত্র: https://www.ntvbd.com/kids

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

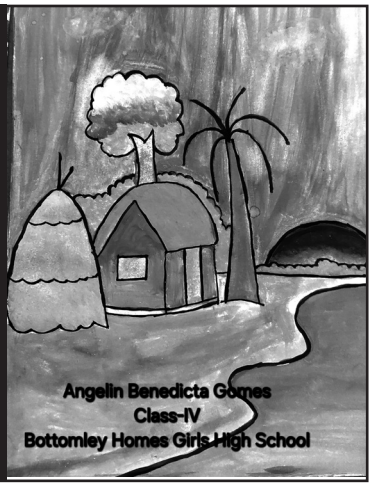

ভালো থেকো শ্রীমঙ্গল

গৌরব জি পাথাং

জানতে ইচ্ছে হয়, ভালো আছ তো শ্রীমঙ্গল?
তুমি কি দেখতে পাও, মানুষের চোখের জল?
বুঝতে কি পার, অজস্র মানুষের বোবা ক্রন্দন
চায়ের বাহিরে সবুজ ভেতরে তার রক্ত ক্ষরণ?

জানতে ইচ্ছে হয়, তুমি ভালো আছ তো শ্রীমঙ্গল?
নাকি তোমার বুকে লাউয়াছড়া বনের গভীর জঙ্গল?
তোমার চোখ কি এখনও হামহাম জলপ্রপাতের জলধারা
তোমার মন কি এখনও কালো মেঘে ঢাকা,
বিষন্নতায় ভরা?

শ্রীমঙ্গল, তুমি আছ কেমন?
বাবুসাব, সর্দার কি আছে আগের মতন?
নাকি এক বাবু চলে যায় আরেক বাবু আসে
কেবল আসে না-কো মানুষ এই বাংলাদেশে।

হলিকুইন, ফ্লোরেন্স, সুমী তোমরা কি এখনও গান করো
প্রার্থনা সঙ্গীতে মুখরিত হয় কি তোমাদের উপাসনা
হরিণছড়া, বিদ্যাবিল, নিরালা, আলিয়াছড়া, লংলিয়ায়
এখনও কি হয় আগের মত প্রার্থনা?

জানি, রাত্রি নামলে এখনও তুমি ডাহুকের মত
কাঁদো অন্ধকারে
নির্জনে ফেলো চোখের জল
ভাঙাচূড়া এই অভাবের সংসারে
শুকর-শেয়াল, হরিণের মত পালিয়ে বেড়াও
মানুষেরই ভয়ে
শত দুঃখ-লাঞ্ছনা, অবহেলা-অপমান তুমি
নীরবে যাও সয়ে।

আমি দূর থেকে তাই
শুধু বলে যেতে চাই-
ভালো থেকো চায়ের দেশ শ্রীমঙ্গল
তোমার বুক জুড়ে সবুজ চা-পাতা
সুরমা, কুশিয়ারা, গোয়াইন নদীর জল
আর আমার বুকে বিচ্ছেদের ব্যথা।

ভালো থেকো বৃষ্টির শহর শ্রীমঙ্গল
ভালো থেকো খাসিয়া পুঞ্জি আর পান
ভালো থেকো গারো, উঁরাও, সাঁওতাল
ভালো থেকো বিস্তীর্ণ সবুজ চা বাগান।

ভালো থেকো স্বপ্নের রাণী শ্রীমঙ্গল
তোমার বুকে গভীর লাউয়া ছড়াবন
বধ্যভূমি, গল্ফফিল্ড, রাবার বাগান
আমার আছে ভালোবাসার কিছুক্ষণ।

ভালো থেকো সম্প্রীতির শ্রীমঙ্গল
ভালো থেকো মনিপুরী নাচ ও শাড়ী
ভালো থেকো মাধবপুরের নীলপদ্ম
বাইক্কা বিলে শতপাখির উড়াউড়ি।

ভালো থেকো জিয়াসিং, ওয়ানগালা, কারাম
ভালো থেকো দুর্গাপূজা, পূর্ণিমার রাস উৎসব
ভালো থেকো তুমি ভুলে গিয়ে দুঃখ বেদনার ক্ষত
আকাশে কত ঝড়-বৃষ্টি, আকাশ কি মনে রাখে সব?

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো সেমিনারীয়ানদের বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠান

আফসোস স্নাল: গত ১০-১২ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ময়মনসিংহ পালকীয় সেন্টারে আনন্দ সহকারে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪টি গঠনগৃহ থেকে ৫০ জন সেমিনারীয়ান অংশগ্রহণ করেন। এ বছরের বার্ষিক মিলনমেলায় "শান্তি ও আনন্দের পথে আশার তীর্থযাত্রী" এই মূলভাব ও জুবিলী বর্ষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আলোচনা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহঃস্পতিবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের মনসিনীর ফাদার শিমন হাচ্ছা ও ফাদার পিটার রেমা এবং অন্যান্য ফাদারদের উপস্থিতিতে বার্ষিক মিলনমেলার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। মূলভাবের উপর ফাদার কল্যাণ রেংচেং আলোকপাত করেন। তিনি শান্তি ও আনন্দের পথে চলার বিভিন্ন উপায়, শান্তি ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করার যথাযথ পথ অবলম্বন করে কিভাবে আশার তীর্থযাত্রী হওয়া যায় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ফাদার প্রবেশ রাংসা "যাজকীয় গঠন জীবনে নৈতিকতা ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের গুরুত্ব" এ বিষয়কে কেন্দ্র করে জীবনকে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে নৈতিক জীবন যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও ৭টি দলে বিভক্ত হয়ে গঠনপ্রার্থীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মিলনমেলার খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। তিনি সহভাগিতায় মণ্ডলীর জন্য যাজকের গুরুত্ব নিয়ে উৎসাহমূলক বাণী রাখেন। অতপর, আহ্বান পরিচালক ফাদার সামুয়েল পাথাং আহ্বান বৃদ্ধি কামনা এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বার্ষিক মিলনমেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খালিশা মিশনে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি: ১১ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার খালিশা ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস অতি আনন্দের সাথে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশু, এনিমেটর, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীসহ মোট ১৯৪ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শুরুতে খ্রিস্টযাগে পুরোহিত্য করেন দিনাজপুর পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম মুর্মু এবং সহযোগিতায় ছিলেন ফাদার লেলীন। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে ফাদার বলেন, আমাদের সব সময় মনোযোগী হতে হবে, গির্জায় আসতে হবে, পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে এবং মণ্ডলীর কাজে এগিয়ে আসতে হবে। খ্রিস্টযাগের পর নৃত্য, গান ও ফুলের মধ্য দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় এবং অনুষ্ঠানে পালপুরোহিত বলেন, পবিত্র শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠান সুন্দর ও সার্থক হোক এ কামনা করি। তারপর শিশুদের জন্য কুইজ পরীক্ষার আয়োজন করা হয় এবং পাল-পুরোহিত ও সহকারি ফাদার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এছাড়া শিশুদের নাচ গান শিখানো হয় এবং ফাদার জসীম মুর্মু এনিমেটরদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এরপর শিশুদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে মা-মারীয়ার গ্রোটোতে রোজারি মালা প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনা শেষে তিনজন ফাদার পবিত্র পানি ছিটিয়ে শিশুদের আশীর্বাদ করেন এবং শেষে পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মুশরইল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো শিশুমঙ্গল দিবস

লর্ড ডানিয়েল রোজারিও: গত ১৮ জুলাই, শুক্রবার রাজশাহী মুশরইল ধর্মপল্লীতে "তোমাদের পরম পিতা যেমন তোমরাও তেমনি দয়ালু হও" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলো শিশুমঙ্গল দিবস। এতে ধর্মপল্লীর ফাদার, সিস্টার, সেমিনারিয়ান এবং শিশু ও শিশু এনিমেটরসহ মোট ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন। সকলে প্রারম্ভিক খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ। তিনি উপদেশ বাণীতে বলেন, "শিশুরা সহজ-সরল আর এজন্যই যিশু বলেছেন যারা শিশুর মতো সহজ সরল তারাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে। তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যেন স্বার্থপর হয়ে না যাই, নিজের পাশাপাশি

অন্যের চিন্তাও করতে হবে। শিশুসংস্থার জনপ্রিয় একটি স্লোগান হলো "শিশুরা শিশুদের সাহায্য করে।" খ্রিস্টযাগের পরে শিশুদের জন্য ছিল প্রার্থনা প্রতিযোগিতার আয়োজন। এতে ৪০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রার্থনা প্রতিযোগিতায় বিচারকদের পক্ষ থেকে সেমিনারিয়ান লর্ড রোজারিও বলেন, "আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজ তোমরা প্রতিযোগিতার জন্য যেসব প্রার্থনা শিখেছ তা ভবিষ্যতে কাজে লাগাবে। তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ।" পরিশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী ও পালপুরোহিতের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে শিশুমঙ্গল দিবস সমাপ্ত হয়।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো ওয়াইসিএস সেমিনার

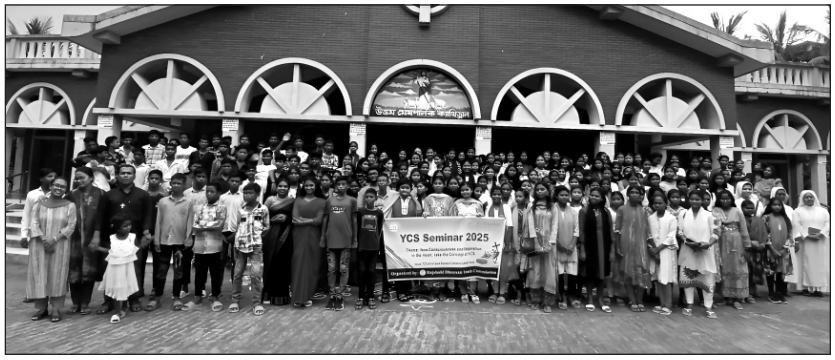

লর্ড ডানিয়েল রোজারিও: রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে দিনব্যাপী ওয়াইসিএস সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত যুবক-যুবতী ও এনিমেটরগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ওয়াইসিএস সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, যুব-সমন্বয়কারী ফাদার শ্যামল জেমস গমেজ, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্য, ওয়ার্ল্ড ভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার লুক লোটাস চিসিম ও অন্যান্য ফাদার-সিস্টারগণ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শ্যামল গমেজ। তিনি উপদেশ বাণীতে বলেন, "আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই ফরিসিরা শিষ্যদের নামে যিশুর কাছে অভিযোগ করছেন বিশ্রামবারে বিধি লঙ্ঘন করার জন্য। কিন্তু যিশুর উত্তর ছিল মানবপুত্র বিশ্রামবারের থেকে বড়। তাই ভাই-বোনেরা এসো আমরা যিশুর শিষ্য হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাই। আমাদের অন্তরটা যেন ফরিসিদের মতো না হয়।" খ্রিস্টযাগের পরে বর্তমান বাস্তবতায় যুব সচেতনতা ও নৈতিকতা, নিজ জীবন সহভাগিতা ও ক্যারিয়ার গঠন এবং YCS গঠন কার্যক্রম বিষয়ের উপর যথাক্রমে লুক লোটাস চিসিম, ড. আরোক টপ্য ও ফাদার শ্যামল গমেজ সহভাগিতা করেন। ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়া লুক লোটাস চিসিম এবং ড. আরোক টপ্য YCS বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন যুবতী শ্রেয়া মন্ডল তার অনুভূতিমূলক বক্তব্য রাখে। পরিশেষে, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পাল-পুরোহিতের সমাপণী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আবশ্যক

আমাদের অফিসে কিছুসংখ্যক ট্রেইনি নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক (Graduate)

বয়স সীমা : নির্ধারিত নয়, তবে ২০-২৫ বছরের মধ্যে হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অবসরপ্রাপ্ত পেশাজীবীদের কাছ থেকেও আবেদন আহবান করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

ইমেইল : hrmdhaka@gmail.com

ফোন : Roselene, ০১৯১৩৫২৬৩০৯

বিজ্ঞ/১৫৪/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

প্রয়াত নিকোলাস গ্রেগরী গমেজ

জন্ম: ৩ জুলাই, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের আশা ও বিশ্বাস
তুমি স্বর্গে পরম পিতার সাথেই আছ।

সময়ের স্রোতে বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাসিক্ত দিন। যেদিন মহাশান্তির মাঝে পরম পিতার কোলে তুমি আশ্রয় নিয়েছ। তুমি চলে গেছ, তবু রেখে গেছ অনেক কিছু স্মৃতির মানসপটে।

তোমার সদালাপী হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমাদের অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগায়, তোমার অপরিসীম ভালোবাসা, স্নেহ, যত্ন সর্বোপরি তোমার আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা বরাবরই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এবং আমাদের নব চেতনায় উদ্ভাসিত করে।

আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করেন।

তোমারই আদরের

স্ত্রী : মেরী গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : প্রদীপ-লিলি, প্রবীন-রিটা, প্রতাপ-শিপ্রা, প্রকাশ- সেন্ড্রা, বিকাশ- জেসি, সিজার-অর্পিতা।
নাতি-নাতনী : অংকন-রিজওয়ানা, আপন, আবৃত্তি, অরিন, চড়া, ইরা, অরিত্র, লিরা, অর্কিত, এরভিন, অক্ষর, আদিপ্ত্য, এনড্রিক আরোহী, আরিয়েন, ইভানোরা
পুতি : ভানিয়া

ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৫০/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ২৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 25
Regd. No. DA-33
✦ 27 July - 2 August 2025, ১২ - ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্বর্গধামে যাত্রার ৫ম বছর

প্রিয় মা,

দেখতে-দেখতে পাঁচটি বছর হয়ে গেলো, তুমি আমাদের রেখে পরপারে চলে গেলে। মা, প্রতিটি মুহূর্ত তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি আমাদেরকে কাঁদায়। তুমি ছিলে অত্যন্ত পরিশ্রমী, সময়নিষ্ঠ, মিশুক, হাস্যোজ্জ্বল ও প্রার্থনাশীল সৎ মানুষ, যা আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে। আমাদের অনুনয়, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো এবং সর্বদা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে পরিচালিত করো।

মা, তোমার কাছে আমাদের পরিবারের সবার জন্য, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ চাই, যেন আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই পৃথিবীতে বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করে একদিন তোমার সাথে স্বর্গধামে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত ফিলোমিনা রোজারিও (কামিনী)

প্রয়াত জারমন রোজারিও (স্বামী)

জন্ম: ২৯ আগস্ট ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: করান, নাগরী মিশন

শোকার্ত চিত্তে,
সঞ্চয় স্টেনলী রোজারিও (ছোট ছেলে)
হেলেন রেবেকা রোজারিও (ছেলের বৌ)
শ্যারেল এবং শারলিন রোজারিও (বড় এবং ছোট নাতনী)
NEW YORK, USA
এবং
পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৪৯/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org